# আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

## মার্চ, ২০২৩ ঈসায়ী

# আল-ফিরদাউস

# সংবাদ সমগ্র

## মার্চ, ২০২৩ঈসায়ী

*******************************************

# সূচিপত্র

## ৩০শে মার্চ, ২০২৩

### মুজাহিদদের ৪ অভিযানে অন্তত ২০ মালিয়ান সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে পরপর ৪টি সফল অপারেশন পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এর মুজাহিদগণ। এতে মালিয়ান সামরিক বাহিনীর অন্তত ২০ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

জেএনআইএম সংশ্লিষ্ট আয-যাল্লাকা মিডিয়া সূত্র জানিয়েছে, মুজাহিদগণ ১ মার্চ টিম্বোকটু অঞ্চলের পশ্চিমে আশরান এলাকায় একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন। এ অপারেশনে মালিয়ান সামরিক বাহিনীর একটি ব্যারাকে আর্টিলারি শেল নিক্ষেপ করা হয়।

সূত্রমতে, এতে ব্যারাকে থাকা অন্তত ৮ মালিয়ান সৈন্য হতাহত হয়েছে। পাশাপাশি একটি সামরিক যান ধ্বংস ও কয়েকটি তাবু আগুনে পুড়ে গেছে।

এরপর ১৪ মার্চ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলিয় দিরি শহরে মালিয়ান আর্মির একটি চেকপোস্টে রেইড পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। এতে ২ সেনা নিহত ও অপর ১ সেনা আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা চেকপোস্ট ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ২টি মোটরসাইকেল, ১টি ক্লাশিনকোভ এবং ১টি রিভলবার গণিমত লাভ করেছেন।

গত ১৯ মার্চ, একই অঞ্চলের পশ্চিমাঞ্চলিয় সাউম্বে শহরে, জেএনআইএম মুজাহিদগণ মালিয়ান সেনাবাহিনীর আরও একটি সামরিক ব্যারাকে পরপর বেশ কয়েকটি আর্টিলারি শেল নিক্ষেপ করেছেন। এতে ১টি সাঁজোয়া যানসহ ব্যারাকের অনেক স্থাপনা ধ্বংস হয়ে যায়। পাশাপাশি মালিয়ান সেনাবাহিনীর কমপক্ষে ৮ সদস্য হতাহত হয়েছে।

এরপর গত ২৫ মার্চ, পশ্চিমাঞ্চলিয় শহর আশরানে ফের অভিযান চালান জেএনআইএম মুজাহিদগণ। এই অভিযানেও মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ব্যারাক লক্ষ্য করে পরপর ৪টি মর্টার শেল নিক্ষেপ করা হয়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এতে মালিয়ান সেনাবাহিনীর অন্তত ১ সৈন্য নিহত এবং আরও একাধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

---

### আফগানিস্তান | মানবিক সহায়তা পেয়েছে ৩ প্রদেশের ১০,৪৬০ পরিবার

সম্প্রতি ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ৩টি প্রদেশের ১০ হাজারেরও বেশি দরিদ্র পরিবারের মাঝে মানবিক সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, আফগানিস্তানের জাবুল, বালখ এবং সামাঙ্গান প্রদেশের কালাত সিটি, মারমাল, চাহারকান্ত এবং হযরত সুলতান জেলায় এ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে ইমারাতে ইসলামিয়ার গ্রাম-উন্নয়ন মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, সাহায্য পাওয়ার যোগ্য প্রতিটি পরিবারকে ৫০ কেজি আটা, ৪.৫ লিটার তেল, ৬.২৫ কেজি ছোলাসহ আরও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু দেওয়া হয়েছে।

যদি বাংলাদেশের সাথে একটু তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু আটা, তেল ও ছোলার বর্তমান বাজার দর হিসেবে প্রত্যেক পরিবারকে প্রায় ৫০০০টাকা সমপরিমাণ খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ ২০ বছর যাবত বিদেশী আগ্রাসনের শিকার, ভয়াবহ যুদ্ধে বিধ্বস্ত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি না পাওয়া একটি দেশের প্রশাসন ঠিকই গরীব মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পারছে। কিন্তু এদেশের প্রশাসন বাংলাদেশকে সিঙ্গাপুর বানিয়ে ফেলার দাবী করলেও গরীব মানুষের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরন্তু এই গরীব মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার কত, দরিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা কতো তা প্রশাসন করতে অনীহা প্রকাশ করছে কয়েক বছর যাবত। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী যে দারিদ্র্যের হার উল্লেখ করেছিলেন তা ৩/৪ বছর আগের তথ্য, বা সহজ কথায় করোনা ভাইরাস প্রকোপের আগের তথ্য। অর্থাৎ করোনার কারণে দেশের অসংখ্য মানুষ যে দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে গেছেন তা সরকার প্রকাশ করতে চায় না।

বণিকবার্তার এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘দারিদ্র্যের হার নির্ধারণে কাজ করা সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০১৬ সালের পর এ সম্পর্কিত কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।’

সুতরাং, বাংলাদেশের তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রশাসন দেশের দরিদ্রদের ভাগ্য ও সার্বিক উন্নয়নে কতোটা আন্তরিক তা খুব সহজেই অনুভব করা যায়।

---

## ১৪টি দেশে দূতাবাস চালু করেছে ইমারাতে ইসলামিয়া

আমেরিকার আগ্রাসন থেকে দেশকে স্বাধীন করে তালিবান প্রশাসন আফগানিস্তানে ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠা করেছে ২০২১ সালে আগস্ট মাসে। প্রায় দুই বছর হতে চললেও, আন্তর্জাতিকভাবে কোনো দেশ এখন পর্যন্ত তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি।

তবে, তালিবান প্রশাসনের বিরামহীন প্রচেষ্টায় এখন পর্যন্ত বিশ্বের ১৪টি দেশে ইসলামি ইমারতের দূতাবাস চালু হয়েছে। এসকল দূতাবাসে কূটনীতিকদের নিয়োগ দানের মাধ্যমে কূটনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেছে নতুন প্রশাসন।

এর ধারাবাহিকতায় চলতি মাসে ইরান ও তুরস্কের পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী দুবাইয়েও আফগানিস্তান কনস্যুলেট জেনারেলে (দূতাবাস) কূটনীতিকদের নিয়োগ করেছে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকার।

ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসনের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফি.) সাম্প্রতিক কূটনীতিক নিয়োগের বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, সাবেক সরকারের কূটনীতিকরা ইসলামী আমিরাত প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে।

বিভিন্ন দেশে নতুন কূটনীতিকদের নিয়োগ করা বিষয়ে জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, বিশ্বের অন্তত ১৪টি দেশে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে কূটনীতিকদের পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য দেশেও আফগান দূতাবাসে কূটনৈতিকদের নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

বর্তমানে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কূটনীতিকরা ইস্তাম্বুল, ইসলামাবাদ, দুবাই, মস্কো, বেইজিং, ক্রেমলিন, কাজাখস্তান এবং আস্তানার মতো শহরগুলি ছাড়াও কয়েকটি আরব ও আফ্রিকান দেশে কাজ করছেন।

এই নিয়োগের মাধ্যমে ধারণা করা হচ্ছে, পুরো বিশ্বের সাথে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসনের যে কূটনৈতিক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তা আগামীতে ধীরে ধীরে কমে আসবে ইনশাআল্লাহ।

---

## ফটো রিপোর্ট || শাবাবের দুঃসাহসী অভিযানে ৫২২ সেনা হতাহত – ১ম পর্ব

আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সবচাইতে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হচ্ছে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। তারা পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার পাশাপাশি কেনিয়া ও ইথিওপিয়ায় ইসলাম বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন।

এর ধারাবাহিকতায়, চলতি মার্চ মাসে এখন পর্যন্ত হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়া জুড়ে প্রায় ৬৯টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ৮টি অভিযান চালানো হয়েছে বার্সাঞ্জোনী, জুবাইদ, জানী-আবদী, বারিরী, দারুণ-না'আমা ও রুউন-নিরগুড শহরে।

মুজাহিদদের পরিচালিত এই ৮ অভিযানে তুরস্ক, আমেরিকা, কেনিয়া, ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়ার দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যসহ অসংখ্য দখলদার সৈন্য হতাহত হয়েছে। এই ৮ অভিযানের সর্বশেষ দুটি চালানো হয়েছে গতকাল ২৯ মার্চ তারিখে।

হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই ৮ অভিযানেই শত্রুবাহিনীর কমপক্ষে ৫২২ সৈন্য হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে নিহতের সংখ্যা ৪৩৬। যেহেতু আহত সেনারা অধিকাংশ সময়ই পালিয়ে যায়, তাই আহতের সঠিক পরিসংখ্যান জানা সব সময় সম্ভব হয় না।

এ সকল অভিযান থেকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন অন্তত ৪৯টি সাঁজোয়া যান ও অসংখ্য অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন। পাশাপাশি কয়েক ডজন সাঁজোয়া যান ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ।

মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এসব অভিযানের হৃদয় জোড়ানো কিছু দৃশ্যের প্রথম পর্ব দেখুন…

https://alfirdaws.org/2023/03/30/62842/

---

## আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || মার্চ ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/03/30/62837/

---

# ২৯শে মার্চ, ২০২৩

## সব মাদ্রাসা বন্ধ করে দিব: কর্ণাটকের বিজেপি এমএলএ

ক্ষমতায় ফিরে আসলে কর্ণাটকের সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে রাজ্যটির বিজেপি এমএলএ বসানগৌদা পাটিল ইয়াতনাল। শাহপুরের শিবাজি উদ্যানের কাছে আয়োজিত ‘শিবচরিত্রী’ শিল্পকর্মের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দিয়েছে সে।

পাটিল ইয়াতনাল বলেছে, ‘আসামে যেমন মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আমরা যদি ক্ষমতায় ফিরে আসি, আমরাও তাই করব। কর্ণাটক রাজ্যের সব মাদ্রাসা বন্ধ করে দিব।’

এদিকে, একই অনুষ্ঠানের উপলক্ষে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও ঘোষণা দিয়েছে, আসাম রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

আসামের মুসলিম অধিবাসীদের বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে, এই বিজেপি মন্ত্রী আরও বলেছে, ‘বাংলাদেশ থেকে লোকজন আসামে এসে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে ৬০০ মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছি। আমি সব মাদ্রাসা বন্ধ করতে চাই কারণ আমরা মাদ্রাসা চাই না। আমরা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় চাই।’

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেও আসামে বেশকিছু মাদ্রাসা ভেঙ্গে ফেলার ভিডিও ও ফুটেজ প্রকাশ হয়েছিল। বেলগাভির শিবাজি মহারাজ গার্ডেন অনুষ্ঠানে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আরো বলেছে, কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদরা লিখেছে যে সমগ্র দেশ আওরঙ্গজেবের হাতে ছিল। কিন্তু শিবাজি মহারাজ ছিল আওরঙ্গজেবের চেয়ে শতগুণ বেশি শক্তিশালী।

মুসলিম শাসকদের অবদান ও শাসনকে তাচ্ছিল্য করে সে আরও বলেছে, যে ঐতিহাসিক বলে এদেশের ইতিহাস বাবর ও আওরঙ্গজেবের ইতিহাস, তা মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে, শিবাজি, স্বামী বিবেকানন্দ এবং গুরু গোবিন্দ সিং হচ্ছে ভারতের ইতিহাস।

হেমন্ত শর্মা আরও দাবি করেছে, 'ভারত একটি প্রাচীন হিন্দু দেশ। যতদিন সূর্য ও চন্দ্র থাকবে, ততদিন এটি একটি হিন্দু দেশ থাকবে। সনাতন ধর্মের কারণে সরকার এখন শক্তিশালী। আমাদের সকলের গর্ব করে বলা উচিত আমরা হিন্দু।'

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. If we come back to power, we will also close all madrasas in the state – Karnataka BJP MLA Basanagouda Patil Yatnal - https://tinyurl.com/yckbhzj9

2. Have Closed 600 Madrasas in Assam, Intend to Close Them All: Himanta Biswa Sarma (The Wire) - https://tinyurl.com/yc2bd8zh

---

## ২৮শে মার্চ, ২০২৩

### সোমালিয়ায় তুর্কি প্রশিক্ষিত সেনা ঘাঁটি বিজয়: ৫১ সেনা নিহত

সোমালিয়ার দক্ষিণ ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পশ্চিমা সমর্থিত সরকার ও মুজাহিদ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের মাঝে লড়াই তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ২৫ মার্চ মুজাহিদদের এক অভিযানে সোমালি বাহিনীর উচ্চপদস্থ ৫ সেনা কমান্ডারসহ অন্তত ৫১ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, শাবেলি রাজ্যের রুউন-নিরগুড জেলায় সোমালি বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে শাবাব মুজাহিদগণ ভোর বেলায় অভিযান পরিচালনা করেন।

শাবাব মুখপাত্র শাইখ আবু মুস'আব হাফিযাহুল্লাহ জানিয়েছেন, মুজাহিদদের পরিচালিত এই অভিযানে ৫ অফিসার সহ অন্তত ৫১ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ১৫ অফিসার সহ অসংখ্য সৈন্য।

অভিযান চলাকালে মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর ৮টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করেছেন এবং একটি যুদ্ধযান জব্দ করেছেন। পাশাপাশি মুজাহিদগণ প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদও গণিমত পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

সূত্রমতে, শাবাবের সফল এই অভিযানের টার্গেট ছিল তুরস্কের দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি গর্গর নামক স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা। বর্তমানে শাবেলি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে তীব্র লড়াই অব্যাহত রয়েছে। মুসলিমদের বিজয়ের মাস রমাদানকে ঘিরে এই যুদ্ধের উত্তাপ আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

---

## রমজানে আল-আকসায় মুসলিম যুবকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

প্রতি বছর রমজান মাস আসলেই ফিলিস্তিনে মুসলিমদের ওপর হামলা ও আগ্রাসন বাড়িয়ে দেয় ইসরাইল। আর এসবের কেন্দ্রবিন্দু থাকে পবিত্র আল-আকসা মসজিদ। এবারও ব্যাতিক্রম হয়নি। পবিত্র রমজান মাস শুরুর আগেই পবিত্র আল-আকসা মসজিদে ঘিরে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে বিবৃতি জারি করেছে ইসরাইল।

মিডল ইস্ট মনিটরের তথ্যসূত্রে জানা যায়, এই রমজানে সকল বয়সের নারী-শিশু মসজিদ আল-আকসায় প্রবেশ করতে পারবে কোন অনুমতি ছাড়াই। তবে পুরুষদের ক্ষত্রে ৫৫ বছরের বেশি বয়স হলেই কেবল আল-আকসা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। এছাড়া ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সী পুরুষরা ইসরাইলের অনুমতি নিয়ে আল-আকসায় প্রবেশ করতে পারবে। অর্থাৎ আল-আকসায় প্রবেশে যুবকদের ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ইসরাইলের পক্ষ থেকে।

এছাড়াও অধিকৃত পশ্চিম তীরে কোন ফিলিস্তিনি বা বিদেশি যদি এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাতায়াত বা কোন আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে চায় তাহলে ইসরাইলের অনুমতি নিতে হবে। আর এ আইন বাস্তবায়ন করার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন এবং পুলিশের কর্মঘন্টা বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ।

**তথ্যসূত্র:**

-------

1. Israel announces restrictions on Palestinian entry to Al-Aqsa during Ramadan - https://tinyurl.com/2p92ubvd

---

## যতদিন বেঁচে আছি জনগণকে রক্ষা করব: মৌলভী ইয়াকুব

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মৌলভী ইয়াকুব মুজাহিদ বলেছেন, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনী যেকোনো সময় এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে বিশুদ্ধ শরিয়াহ্ ব্যবস্থা কার্যকর করতে এবং এর জনগণকে সুরক্ষা দিতে প্রস্তুত।

গত ২২ মার্চ, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্পেশাল ফোর্স কমান্ডের ৪৮৫ জন মুজাহিদের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এসময় অনুষ্ঠানে ইমারতে ইসলামিয়ার অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মৌলভী ইয়াকুব মুজাহিদ জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'আমি জনগণকে বলছি যে, ইমারাতে ইসলামিয়ার এই বিশেষ বাহিনী আপনার জীবন, সম্পত্তি এবং সম্মান রক্ষা করছে। আমরা কাউকে আপনার সুখ হরণ করতে দেব না। যতদিন আমরা বেঁচে আছি ততদিন আমরা জনগণকে রক্ষা করব। সেই সাথে আমরা প্রতিটি বাধা এবং সমস্যার কার্যকর সমাধান দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

সদ্য স্নাতক হওয়া মুজাহিদদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এই পথে আপনার ক্লান্তি এবং দুর্ভোগ একটি মহান উদ্দেশ্যে। আর তা হচ্ছে আমাদের প্রিয় এই ভূমিতে বিশুদ্ধ শরিয়াহ ব্যবস্থা কার্যকর করা। পাশাপাশি যারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা আফগানিস্তানের সীমান্ত, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও স্বদেশ রক্ষার জন্য দিনরাত এক করব।'

স্পেশাল ফোর্সের উপ-অধিনায়ক মৌলভী মুখতার আহমেদ ওমরীও (হাফিযাহুল্লাহ) এই স্নাতক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'ইসলামী ব্যবস্থা এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবো ও শক্তিশালী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেব।'

---

## বাবার সাথে এক উইঘুর মুসলিমের শেষ কথোপকথন

সেদিনটিকে আমি কখনও ভুলতে পারব না। ২০১৭ সালের ২৩শে মে। শেষবারের মতো আমার বাবার কণ্ঠ শুনেছিলাম সেদিন। এরপর পরিবারের উনিশ জন সদস্যের সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। বাবার কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজে, প্রতিধ্বনিত হয় বার বার।

'আপনি কেমন আছেন, বাবা? আমি জানি, আমার মায়ের মৃত্যুতে আপনার অবশ্যই দুঃখ হচ্ছে। আমার সৎ মা কি আপনার যত্ন ঠিকঠাক নিচ্ছেন? আপনার এই দুঃসময়ে আপনার প্রিয় সন্তান হিসেবে আমার সান্ত্বনা জানানোর সক্ষমতা নেই। আপনি হাসপাতালে ভর্তি হলে আপনার সেবা করার সক্ষমতাটুকুও আমার নেই। আপনার সন্তান হিসেবে আমার দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো পালন করতে অক্ষম আমি। এই অপরাধবোধ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি দুঃখিত বাবা।'

আমার চোখ জুড়ে তখন অশ্রুর বন্যা বয়ে চলেছে। মোবাইলের বিপরীত পাশ থেকে বাবার জবাব এলো, 'সন্তান আমার, দুঃখ করো না। কেউই আগে থেকে জানতো না যে, তোমাকে নিজ দেশ থেকে পালিয়ে অন্য দেশে বাস করতে হবে। ইতিবাচক চিন্তা করো। হয়তো এতে অপ্রত্যাশিত কল্যাণ আছে। অন্য দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার

পর তোমাকে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তুমি এই বিশ্বকে এবং নিজেকে ভালোভাবে বুঝতে শিখেছো। হয়তো এখন তুমি তোমার চাকরি ছেড়ে দেওয়া এবং নিজের আত্মীয়স্বজন ও শৈশবের বন্ধুদের সাথে থাকার পরিবর্তে পালানোর সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিলে, সেই উত্তর খুঁজে পাবে।'

বাবা বললেন, 'তুমি যেখানেই থাকো না কেন, নিজ দেশকে ভুলে যেয়ো না। ভুলে যেয়োনা সেই স্থান, যেখানে তুমি বেড়ে ওঠেছো। নিজ পরিবারের ঠিকঠাক যত্ন নাও, আর নিজ সন্তানদের ন্যায়পরায়ণ হিসেবে গড়ে তোলো। তোমার স্ত্রী ও সন্তানেরা তোমাকে সর্বদা আরামে রাখে, সুখী রাখে। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, আমার সাথে ভালো ব্যবহার করার সমান।'

আমার মনে আছে, দাদাকে সবসময় সম্মান ও মান্য করতেন আমার বাবা। তিনি উইঘুরদের পুরাকথা মেনে চলতেন। উইঘুর পুরাকথা আছে যে, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অসিয়ত।

তিনি আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। যেন তিনি জানতেন যে, এটাই আমাদের শেষ কথোপকথন। আমার ভাবনাতেও আসেনি যে, এটাই আমাদের শেষ কথোপকথন। চার বছর চলে গেল একদিনের মতো করে। আমি সর্বদা তার কণ্ঠ মিস করি; মিস করি তার দয়া ও ন্যায়পরায়ণতাকে। তার চেহারা সর্বদা আমার হৃদয়ে ভাসে।

মাঝে মাঝে তাকে আমি স্বপ্নে দেখি, কথা বলি তার সাথে। 'আমার প্রিয় বাবা! আমি আপনাকে খুব বেশি মিস করি। আমি বুঝেছি, আপনি আমাদের বড় করতে কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এখন যে আমিও আমার সন্তানদের পিতা। মাঝে মাঝে আপনি বলতেন, প্রত্যেকেই তার সন্তানদের অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসে। যখন আমার সন্তানদের সাথে খেলি, তখনই আপনার কথা মনে পড়ে এবং আপনাকে খুব মিস করি। আপনি বাবা হিসেবে আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমার দায়িত্ব তো কেবল শুরু হয়েছে।'

উইঘুরদের একটি পুরাকথা আছে: সন্তান হলো তার বাবার গোপন সম্পদ। 'যখনই দেখি যে, আমি আপনার স্বভাব-প্রকৃতির উত্তরাধিকারী হয়েছি, আমি স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এমন চমৎকার বাবা উপহার দেওয়ার জন্য। আপনার হাসিমাখা মুখ আমার মোটিভেশন। আমার সন্তানদের মধ্যে এই ভালো বৈশিষ্ট্যগুলোর সম্মিলন ঘটানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। আপনার নম্রতা এবং বিচক্ষণতা আমাকে ধৈর্য্যের গুরুত্বের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। আপনার ন্যায়পরায়ণতা আমাকে শেখায় কীভাবে শত্রু থেকে বন্ধুকে পার্থক্য করতে হয়। আপনি আমার গর্ব, আমার প্রেরণার বাতিঘর, আমার ভালোবাসার উৎস।

আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন এবং যদি জীবিত থাকেন, তবে হেফাজত করুন। আর যদি আপনি ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করে থাকেন, তবে আপনাকে আল্লাহ জান্নাত দান করুন।

**মূল লেখক:** আব্দুর রহিম ঘেনি উইঘুর

---

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. My last conversation with my father - https://tinyurl.com/yc2p59wf

---

## ২৬শে মার্চ, ২০২৩

### ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনি জনগণ বলতে কিছু নেই: ইসরাইলি মন্ত্রী

এবার সরাসরি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকেই অস্বীকার করেছে দখলদার ইসরাইলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচ। ফ্রান্সের একটি সম্মেলনে বক্তৃতা দেয়ার সময় এমন দাবি করেছে সে। বেজালেল একজন কট্টর জায়নবাদী নেতা। অধিকৃত পশ্চিম তীরের ইসরাইলি প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে সে।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিম তীরের হুওয়ারা নামক একটি ফিলিস্তিনি গ্রামকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছিল সে। এর পরপরই ইহুদিরা সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এক রাতেই হাজারো ফিলিস্তিনি স্থাপনা ও বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিষয়টি নিয়ে নিন্দা জানালে তার বক্তব্যে শব্দ চয়নে ভুল ছিল বলে জানায় সে।

কিন্তু এবার সে আর এক ধাপ এগিয়ে বলেছে, 'ফিলিস্তিন জাতিসত্তার ধারণাটি বিগত শতাব্দীতে জায়নবাদী আন্দোলন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, আর এটি হচ্ছে আজকের আধুনিক ইসরাইল!' সে আরও বলেছে, 'ফিলিস্তিনের প্রথম কোন রাজা নেই, কোন ভাষা নেই, এমনকি ফিলিস্তিনের কোন ইতিহাস বা সংস্কৃতিও নেই!'

অথচ, ৮০ বছর আগেও ইসরাইল নামে কোন দেশের কথা জানতোনা পৃথিবীবাসী। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের সহযোগীতায় ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন দখল করে গড়ে উঠে একটি অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। এরপর থেকে পশ্চিমা বিশ্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন নিয়ে ফিলিস্তিনের ভূমি থেকে মুসলিমদের উচ্ছেদ করে আসছে। আজ পৃথিবীর মানচিত্র থেকেই ফিলিস্তিনকে মুছে দিতে চায় এই জায়নবাদীরা।

**তথ্যসূত্র:**

-------

1. Israeli minister says there's 'no such thing as a Palestinian people,' inviting US rebuke - https://tinyurl.com/ytx7kpky

---

### মাদকের স্বর্গরাজ্য থেকে মাদকমুক্ত ইসলামি সাম্রাজ্যের পথে আফগানিস্তান

কিছুদিন আগে কাবুলসহ আফগানিস্তানের বড় বড় শহরগুলোতে অভিযান চালিয়ে অন্তত ৮৩ হাজার মাদকাসক্তকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখন মাদক বিক্রেতা নেটওয়ার্ককে টার্গেট করে অভিযান পরিচালনা করছেন ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান কর্তৃপক্ষ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকবিরোধী সংস্থার কর্মকর্তাদের মতে, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করা মাদকাসক্তদের কাছ থেকেই মাদক বিক্রেতাদের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, কাবুল, পুল সুখতা এবং এর আশপাশের এলাকা যেমন: সারাই নর্থ, নাদের খান পাহাড়ী, চেলেস্তন, দিয়াহ দানা, ওয়াসিলাবাদ, কামবের চক, কোম্পানি এবং আরও কিছু এলাকা মাদক বিক্রির গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মাদকাসক্তদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানী কাবুল ও আরও কিছু প্রদেশ থেকে তাঁরা এখন পর্যন্ত ৫ হাজারের বেশি মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছেন। মাদক ব্যবসায়ীদের এই নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান কর্তৃপক্ষ।

মুহাম্মাদ দাউদ একজন মাদকাসক্ত। এখন তিনি একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি পূর্ববর্তী সরকারের (আশরাফ গনি সরকার) সমালোচনা করে বলেছেন, তারা মাদককে সহজলভ্য করেছিল। এই শাসকরা আগে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে কোটি কোটি রুপি দুর্নীতি করেছে। কিন্তু মাদক সমস্যা দূরীকরণে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এই কারণেই দেশজুড়ে লাখ লাখ মানুষ নিজেদের জীবনকে মাদক দিয়ে ধ্বংস করেছে।

মাদকাসক্তদের চিকিৎসার ব্যাপারে বর্তমান ইসলামি ইমারত সরকারের নেওয়া পদক্ষেপে আনন্দ প্রকাশ করেছেন তিনি। তার মতে, মাদকাসক্তদের উদ্ধার কার্যক্রম একটি ভালো উদ্যোগ, তবে মাদককে সমূলে উৎপাটন না করতে পারলে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। মাদকাসক্তরা কোনো একবার মুক্ত হতে পারলে পুনরায় মাদক নিতে শুরু করবে। তাই মাদক ব্যবসায়ীদের উৎখাত করা গুরুত্বপূর্ণ।

অতীতে (মার্কিন তাবেদার সরকারের আমলে) মানুষের হৃদয়ে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হতো- মাদকবিক্রেতাদের ঘাঁটিগুলো সম্পর্কে তো সরকারের জানা আছে, তবুও কেন সরকার মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি?
এখন আর এই ধরনের প্রশ্ন জাগ্রত হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ ইসলামি ইমারত সরকার আফগানিস্তানকে মাদকের স্বর্গরাজ্য থেকে মাদকমুক্ত ইসলামি সাম্রাজ্যে পরিণত করার মিশন নিয়ে নেমেছেন।

কাবুলের সায়েদ নূর মুহাম্মাদ শাহ মিনাহ এলাকা থেকে মাদক নিরাময় কেন্দ্রে নিয়ে আসা এক মাদকাসক্ত বলেছেন, আগে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা মাদক বিক্রি করতো। অনেক এলাকায় যুবকরা রাস্তায় রাস্তায় প্রকাশ্যে মাদক বিক্রি করছিল। কিন্তু যখনই সরকার মাদকের উপর ক্র্যাকডাউন চালাতে শুরু করলেন, শহরে মাদক বিক্রির হার কমে গেছে এবং মাদক পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে।

হাজার বেদিদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরেক মাদকাসক্ত জানিয়েছেন, মাদকাসক্তদের উদ্ধার কার্যক্রম এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পর থেকে মাদক পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে।

তার মতে, দশ দিন আগে বাহিরে থাকাকালীন তিনি ভাবতেন, যদি ইসলামি ইমারত এভাবে মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন চালাতে থাকে, তবে এক বা দুই মাসের মধ্যে মাদকাসক্তের সংখ্যা শূন্যে নেমে যেতে পারে। কারণ এখন মাদক ব্যবসায়ীরা গোপনে মাদকাসক্তদের খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু মাদক নেওয়ার মতো কাউকে পায় না। তিনি বলেন, এখন মাদক ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই একে অপরের ব্যাপারে ভয়ে থাকেন, না-জানি কখন আবার সরকার তাদের গ্রেফতার করে।

তিনি বলেন, 'আমি যতদূর জানি কারতা নো পাহাড়ী, কামবের চক, মুহাজির ক্যাম্প, দাশত বারচি এবং কিলা নো পুলে মাদক বেঁচা-কেনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। একইভাবে কেউ এখন ওয়াসিলাবাদে যায় না, কারণ সেখানে গেলেই গ্রেফতার করা হয়। অতীতে এসব এলাকায় প্রকাশ্যে মদ বিক্রি করা হতো। আর এখন আমরা গাড়িতে করে কাবুলের এক কোণা থেকে অন্য কোণায় গেলেও মাদকের খোঁজ মেলেনা।'

মায়ভিন্দ হুশমান্দ একজন মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজ বিষয়ক পরামর্শক; কাজ করেন এক হাজার শয্যা বিশিষ্ট মাদক নিরাময় হাসপাতালে। চিকিৎসাকালীন তিনি হাজার হাজার মাদকাসক্তদের সাথে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এলাকাভেদে মাদক বিক্রির উপায়গুলো বেশ অদ্ভুত। সারাই নর্থ এলাকায় বৃদ্ধ ও যুবক শ্রেণির একদল লোক মাদক উপকরণ বিতরণ করতো, কোম্পানি ও কামবের চক এলাকায় আরও কিছু লোক এই কাজে জড়িত ছিল। কুরতা নো তাপাতে এই কাজে ব্যবহৃত হতো শিশুরা। আর মাদক বিক্রির অপরাধের সকল ক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে থাকতো তরুণ ছেলে-মেয়েরা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতে, কিছু এলাকায় বাবা, ছেলে, কন্যা এবং স্ত্রী-সহ পরিবারের সকল সদস্য মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। অনেক এলাকায় মাদক বিক্রি একটি পারিবারিক ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল।

উদ্ধার করা মাদকাসক্তদের অর্ধেকের বেশি আবার নিজেরাও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল, তাদেরকে এখন অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, চিকিৎসার পরে এই লোকদেরকে আদালতের মুখোমুখি করা হবে। সেখানে তারা তাদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পাবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, তারা প্রথমে মাদকাসক্তদের উদ্ধার অপারেশন শুরু করেছিলেন। এরপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদকবিক্রেতাদের সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়। মাদকাসক্তদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করেন। এখন পর্যন্ত দেশজুড়ে অন্তত ৫ হাজার মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে কাবুল থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৪ হাজার জনকে। মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই অভিযান এখনও চলছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ইসলামি ইমারত ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত আফগানিস্তান ছিল মাদকের স্বর্গরাজ্য। পৃথিবীর বেশিরভাগ মাদকের যোগান দিতো আফগানিস্তান। তৎকালীন আমেরিকার মদদপুষ্ট শাসকগোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় আফগানিস্তান মাদক ব্যবসায়ীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। ইসলামি ইমারত ক্ষমতায় আরোহণের পর পরই মাদকের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি তাঁরা মাদকের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ

করেছেন। এর আগে নব্বইয়ের দশকে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পরও আফগানিস্তানকে মাদকমুক্ত করেছিলেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ।

তথ্যসূত্র:
১. ملک بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں

- https://tinyurl.com/e523bmhh

---

## ২৫শে মার্চ, ২০২৩

### র‍্যাবের সাদা পোশাকে অভিযান: পরিচয় জানতে চাওয়ায় গুলি করে খুন

গুম-খুনসহ নানাবিধ মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আন্তর্জাতিকভাবে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া একটি বাহিনী হচ্ছে বাংলাদেশের র‍্যাব। প্রতিনিয়ত এ বাহিনীর নির্যাতন-নিপীড়নে নিঃশেষ হচ্ছে অনেক পরিবার। সরকারের পেটোয়া বাহিনী হিসেবে কুখ্যাত এই বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই।

সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে ৬৫ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধকে খুন করেছে র‍্যাব। গত ১৬ মার্চ গভীর রাতে র‍্যাবের এক সাদা পোশাক অভিযানের সময় এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত ব্যক্তির নাম আবুল কাশেম।

নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে জিন্স প্যান্ট ও গ্যাঞ্জি পড়া কয়েকজন পাশের বাড়ির এক যুবককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যুবকটির কান্নাকাটি ও চিৎকার শুনে আবুল কাশেম এগিয়ে যান এবং তাদের পরিচয় জানতে চান।

এতে নিজেদের র‍্যাব পরিচয়দানকারী সদস্যরা তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফলে আবু কাশেম হৈচৈ শুরু করেন। এসময় উত্তেজিত এক র‍্যাব সদস্য বৃদ্ধর পেটে গুলি করে।

হৈচৈ ও গুলির শব্দে ডাকাত সন্দেহে ঘটনাস্থলে আরও কিছু প্রতিবেশি জড়ো হলে তাদেরকেও গুলি করে র‍্যাব। এতে হুমায়ুন কবীর নামে আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এরপর বিচারবহির্ভুত এই অপরাধকে ঢাকতে উলটো নিহতের পরিবার ও গ্রামবাসী ২১ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করে র‍্যাব। পরের দিন নিহতের পরিবারের ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে তারা। গ্রেপ্তারকৃত ৫ জনের মধ্যে রয়েছেন নিহত আবুল কাশেমের এক ছেলে, ৩ ভাতিজা ও নাতি।

র‍্যাবের দাবি অভিযুক্তরা তাদের কাছ থেকে আসামী ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। গ্রামবাসীরা নাকি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে র‍্যাবের উপর হামলা চালিয়েছে। তাই তারা পালটা আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছে। আবুল কাশেম কিভাবে মারা গেছেন সে ব্যাপারে তারা কিছু জানে না। অথচ তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছে।

র‍্যাবের বিরুদ্ধে আনিত প্রায় সকল অভিযোগের প্রেক্ষিতেই তারা একই জবাব দেয়, তারা 'পালটা আক্রমণ করতে বাধ্য' হয়েছে। গত ২০১১ সালে ঝালকাঠিতে লিমন নামের এক যুবককেও পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পায়ে গুলি করে র‍্যাব। সেই ঘটনার এক যুগ পার হয়ে গেলেও, এখনও পুলিশ বের করতে পারেনি কারা লিমনকে গুলি করেছে।

এভাবেই জবাবদিহিতার তোয়াক্কা না করা নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর হাতে প্রতিনিয়ত ঝরছে নিরীহ মানুষের তাজা রক্ত।

**তথ্যসূত্র:**

---------

১। গ্রেফতারের কারণ জানতে চাওয়ায় গুলি, বৃদ্ধ নিহত - https://tinyurl.com/2crnk2v5

২। গুলি করে হত্যার পর নিহত ব্যক্তির ছেলেসহ ৫জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব – https://tinyurl.com/ybfmmr98

৩। এক যুগেও পুলিশ জানে না লিমনকে কারা গুলি করেছিল - https://tinyurl.com/3w6mnja5

---

## মালিয়ান সামরিক ব্যারাকে আল-কায়েদার সফল অপারেশন: ১৪টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির সামরিক বাহিনীর ২টি ব্যারাকে সফল অপারেশন পরিচালনা করছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদগণ। এর মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর ১৪টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করার পাশাপাশি ২ শত্রুসেনাকে বন্দী করেছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

স্থানীয় সূত্রমতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেন গত ১৫ মার্চ বুধবার। সাইকো শহরে মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাক লক্ষ্য করে রেইড চালানো হলে উক্ত এলাকায় তীব্র লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। তবে মালিয়ান সেনারা মুজাহিদদের কৌশলি হামলার সামনে টিকতে না পেরে অল্প সময়ের মধ্যেই সামরিক ব্যারাক ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এসময় মুজাহিদগণ শত্রুদের পিছু ধাওয়া করেন এবং তাদের ৩টি গাড়ি পুড়িয়ে দেন।

জেএনআইএম মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন গত ১৭ মার্চ শুক্রবার। অভিযানটি কুলিকোর রাজ্যের দিউবা এলাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ব্যারাক ঘিরে করে চালানো হয়।

এখানেও শত্রুবাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যায়; তবে এসময় মুজাহিদগণ পলায়নরত শত্রু ধাওয়া করলে ২ সেনা সদস্য আহত হয়।

এই অভিযানের সময় মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর ১০টি গাড়ি এবং আরও বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেন। সেই সাথে মুজাহিদগণ ৪টি ক্লাশিনকোভ গনিমত লাভ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

এদিন ফেলমান ও ফু এলাকার সংযোগকারী সড়কেও মালিয়ান সেনাদের একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে এম্বুশ করেন মুজাহিদগণ। এতে মালিয়ান সেনাবাহিনীর অন্তত ২ সেনা নিহত হয়, অপর ১ সেনা মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ শত্রুদের থেকে ২টি ক্লাশিনকোভ, ২টি পিস্তল এবং ৪টি মোটরসাইকেল সহ প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করেন।

এরপর গত ১৮ মার্চ শনিবার, জেএনআইএম মুজাহিদগণ তাদের তৃতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন ক্লুফুর এবং মারজা শহরের সংযোগকারী সড়কে। অভিযানটি একটি সেনা ইউনিটকে টার্গেট করে অতর্কিত ভাবে চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে শত্রুবাহিনীর অন্তত ১ সৈন্য নিহত হয় এবং বাকিরা আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

এই অভিযানের সময়ও মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর ৩টি গাড়ি পুড়িয়ে দেন এবং ৩টি ক্লাশিনকোভ জব্দ করেন। সেই সাথে এক সেনা সদস্যকে মুজাহিদগণ আটক করতে সক্ষম হন।

---

## সরকারি সেবা সহজীকরণে ইসলামি ইমারতের পদক্ষেপ

উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ইন্সটিটিউটের সাথে প্রশাসনিক সংস্কার ও সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটি নতুন চুক্তিতে সাক্ষর করেছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম সহজ পন্থায় করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া এই চুক্তির উদ্দেশ্য। শিক্ষামন্ত্রী এবং কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ইন্সটিটিউটের প্রধান সরকারের মিডিয়া সেন্টারে এই চুক্তিতে সাক্ষর করেন।

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শাইখ মৌলভি নিদা মুহাম্মাদ নাদিম (হাফি.) বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রদেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় লোকজন সরকারি প্রতিষ্ঠানে জটিল কর্মপদ্ধতি নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাই, জটিল এই কর্মপদ্ধতি সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিটি সাক্ষরিত হয়। আশা করা যায়, মানুষ জটিল প্রক্রিয়ার ঝামেলা থেকে বাঁচতে পারবেন, সহজভাবেই সরকারি সেবা নিতে পারবেন।

তিনি আরও বলেন, পূর্বের শাসনামলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিকে ছড়িয়ে দিতে সরকারি কাজকে জটিল বানিয়ে রেখেছিল, সময় মতো কাজকে অসম্ভব করে রেখেছিল। যাইহোক, মানুষ যেন ভালোভাবে সেবা পেতে পারে, কোনো ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি না হতে হয়, সেই জন্য ইসলামি ইমারত পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রশাসনিক সংস্কার ও সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান মৌলভি আব্দুল হান্নান আরিফুল্লাহ বলেন, গত ১১ মাসে তিনি উচ্চশিক্ষা, শরণার্থী, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আরও কিছু প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। এই প্রচেষ্টার ফলে এখন পর্যন্ত ৩৬৪টি প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি।

সরকারি সেবার প্রক্রিয়া সহজীকরণের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সহকারী মৌলভি মুহাম্মাদ হামিদ হাসিব। তিনি বলেন, আগে যেখানে একটি ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জনের প্রক্রিয়া ৪৫টি ধাপে অন্তত ১৭ দিনে সম্পন্ন করতে হতো, এখন সেখানে মাত্র ১০টি ধাপে ২ দিনে সম্পন্ন করা হয়।

একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অ্যাকাডেমিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া আগে ২২১ ধাপ ও ১৪৮ দিনে সম্পন্ন হতো, এখন সেটা সম্পন্ন করতে ১১৩টি ধাপে সময় লাগে ৬৩ দিন।

কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রধান মৌলভি গোলাম হায়দার শেহামাত বলেন, বর্তমানে কিছু মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানে সেবাগ্রহণ প্রক্রিয়া বেশ জটিল। এগুলো সহজীকরণ করা জরুরি। এসকল ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়া উচিত। তিনি প্রশাসনিক সংস্কার ও সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রতি অনুরোধ জানান, যেন তারা এসকল প্রক্রিয়া সহজীকরণে কার্যকর পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং এটি বাস্তবায়ন করেন।

**তথ্যসূত্র:**

-------

**১.** انتظامی اصلاحات اور سول سروسز ایڈمنسٹریشن نے متعدد سرکاری اداروں میں آسان عمل کے نفاذ کا اعلان کر دیا- https://tinyurl.com/58e9a7xp

---

## ফটো রিপোর্ট || ইফতার পূর্বমুহূর্তে দরিদ্র ও অভাবীদের মাঝে মুজাহিদিন কর্তৃক খেজুর বিতরণ

গত বৃহস্পতিবার থেকেই প্রধান বিচারপতির ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জনগণ পবিত্র মাহে রমাদান এর সিয়াম পালন করতে শুরু করেছে। আর এই রমাদানকে ফলপ্রসূ করতে, রমাদান আসার আগ থেকেই দেশ জুড়ে দাওয়াতি ক্যাম্পেইন শুরু করেছিল ইমারাতে ইসলামিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ পুলিশ ইউনিটগুলো।

তারাই ধারাবাহিকতায় ইমারাতে ইসলামিয়ার বিশেষ পুলিশ সদস্যরা এবার সিয়াম ভাঙতে ইফতারের জন্য দরিদ্র ও অভাবীদের মাঝে সুস্বাদু খেজুর বিতরণ করছেন।

https://alfirdaws.org/2023/03/25/62772/

---

## ২৩শে মার্চ, ২০২৩

### ফটো রিপোর্ট || রমাদান উপলক্ষে ইসলামি ইমারতে চলছে দাওয়াতি ক্যাম্পেইন

বছর ঘুরে আবারও দরজায় কাড়া নাড়ছে পবিত্র মাহে রমাদান। আর পবিত্র এই মাসকে স্বাগত জানাতে বিভিন্ন দাওয়াতি কাজ শুরু করেছে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসন।

ইমারাতে ইসলামিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ পুলিশ ইউনিটগুলো গত ২৯ শাবান থেকে রাজধানী কাবুল জুড়ে দুর্দান্ত দাওয়াতি ক্যাম্পেইন শুরু করেছেন।

এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তাঁরা জনগণের সামনে রমাদানের ফজিলত, বরকত ও গুরুত্ব তুলে ধরছেন। সেই সাথে ক্যাম্পেইন শেষে হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে রমাদানের ফাজায়েল ও মাসায়েল সম্পর্কিত চিত্তাকর্ষক সব লিফলেট ও ছোট ছোট পুস্তিকা।

আর এই ক্যাম্পেইনে বিভিন্ন বয়সী শিশু ও কিশোরদের জন্যও রয়েছে চমৎকার সব উপহার।

https://alfirdaws.org/2023/03/23/62767/

---

## ২২শে মার্চ, ২০২৩

### ‘৪০ লাখ ভারতীয় মুসলিম নারীকে হিন্দু বানানো দরকার’

৪০ লাখ ভারতীয় মুসলিম নারীকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করা প্রয়োজন বলে দাবি করেছে ভারতের সুদর্শন নিউজের প্রধান সম্পাদক এবং নিউজ অ্যাঙ্কর সুরেশ চাভাঙ্কে। একটি ইউটিউব চ্যানেলের সাথে কথা বলার সময় এমন সাম্প্রদায়িক ও মুসলিমবিদ্বেষী পরিকল্পনার কারণ হিসেবে সে বলেছে, ভারতে হিন্দু পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কমে যাচ্ছে।

সে বলেছে, ‘হিন্দুদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম। তাই নারীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ানোর জন্য ৪০ লাখ মুসলিম নারী প্রয়োজন। এরপরে, আমরা হিন্দুদের এই লিঙ্গ ভারসাম্য সংকট দূর করব। এই মাওলানাকে বলে দিন যে, (হিন্দুদের হাতে) বর্তমানে ৩০ লাখ মুসলমান আছে, তাই আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। আরও ১০ লাখ পূরণের ব্যাপারটি আমরা পরে দেখব।’

হিন্দু পুরুষদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য মুসলিম মহিলাদের প্রলোভন দেখিয়ে সে বলেছে, হিন্দুদের বিয়ে করলে মুসলিম মহিলাদের জীবনে আর সতীন থাকবে না। তাচ্ছিল্যের সুরে সে আরও বলেছে, হিন্দুদের বিয়ে করলে মুসলিম নারীদেরকে আর 'মানব-প্রজনন কারখানা' হিসাবে কাজ করতে হবে না।

সুরেশ চাভাঙ্কে বিভিন্নভাবে মুসলিমদের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছে। তার সাম্প্রতিক বক্তব্য অনুযায়ী, আগামী ২১ মার্চ পুনেতে "ঘর ওয়াপসি" (ঘরে ফিরে আসা) নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে হিন্দুরা।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে নয়াদিল্লিতে ধর্ম সংসদে ঘৃণাত্মক মন্তব্য করার জন্য, চাভাঙ্কের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু দিল্লি পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়নি।

সুরেশ চাভাঙ্কে প্রকাশ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের শপথ পাঠ করিয়েছে। মুসলিমদের নির্মূল করে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর প্রতিশ্রুতি নিয়েছে। সে মুসলিমবিদ্বেষ ছড়িয়ে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর আয়োজন করছে প্রকাশ্যে-দিবালোকে। তবুও নিশ্চুপ ভারতীয় প্রশাসন। কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না তার বিরুদ্ধে।

এর আগে ২০২২ সালে গুজরাট গণহত্যার সময় একজন গর্ভবতী মুসলিম নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করার দায়ে দণ্ডিত এগারোজন হিন্দুকে ক্ষমা করে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী আদালত। এরপর আবার তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণও করে নেওয়া হয়। এভাবেই ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মানবতাবিরোধী অপরাধগুলো প্রশাসনিকভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে; অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু অপরাধীদেরকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা এবং নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

**1.** Hindutva 'anchor' Suresh Chavanke calls for converting 40 lakh Muslim women to Hinduism - https://tinyurl.com/35vwbfvd

---

## তুর্কি বর্ডার গার্ডের পাশবিকতা: অনুপ্রবেশকারীকে খুন করে অঙ্গ অপসারণ

সম্প্রতি সিরিয়া থেকে তুরস্ক সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী ৮ জন সিরিয়ানের উপর অত্যন্ত নৃশংস নির্যাতন চালিয়েছে তুর্কি সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এতে নিহত হয়েছেন ২ জন।

সিরিয়ান হিউম্যান রাইটস নেটওয়ার্কের তথ্য অনুসারে, গত ১১ মার্চ ৮ জন সিরিয়ান যুবক সীমান্ত অতিক্রম করে হারেম-রেইহানলি অঞ্চল দিয়ে তুরস্কে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এই যুবকদের পরিবার তুরস্কবাসী। সাম্প্রতিক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের পর তাদের পরিবারের আর খোঁজ না পাওয়ায় তারা তুরস্কে অনুপ্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন।

[হাসপাতালে চিকিৎসারত আহতদের একজন]

সীমান্তের প্রায় ২০০ মিটার ভিতরে ঢুকে পড়লে তারা তুর্কি বর্ডার গার্ডের হাতে আটক হন। এরপর সীমান্তরক্ষীরা তাদেরকে লাঠিসোটা দিয়ে বেদম প্রহার করেন। এতে ঘটনাস্থলেই মাথায় আঘাত পেয়ে একজন প্রাণ হারান। বাকিদেরকে বৈদ্যুতিক তার ও লোহার রড দিয়ে পেটানো হয় এবং গলা দিয়ে জোরপূর্বক ডিজেল ঢেলে দেয়া হয়।

এরপর ঘটনাস্থলে নিহত ব্যক্তির দেহ তাদের কাছেই রেখে দেয় তুর্কি সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বাকি ৭ জনকে আহত অবস্থায় ১২ মার্চ সিরিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে ৫০ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি পরবর্তিতে ১৮ মার্চ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

https://j.top4top.io/p_26353fkv11.jpg
হাসপাতালে চিকিৎসারত আহতদের একজন

এদিকে, নির্যাতনের সময় ঘটনাস্থলে নিহত ১৮ বছর বয়সী সিরিয়ান যুবকের লাশ ১৬ মার্চ বাবুল-হাওয়া ক্রসিং গেইটে ফেলে রেখে যায় তুর্কি সীমান্তরক্ষীরা। সেখান থেকে সিরিয়রা তার নিথর দেহ উদ্ধার করে।

https://l.top4top.io/p_26358rrj03.jpg
তুর্কিয়ে বাহিনীর হাতে নিহত সিরিয়ান যুবক

সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে দেখা যায়, নিহত সিরিয়ানের শরীরের বিভিন্ন অংশ চিরে ফেলা হয়েছে এবং কোনোরকম সেলাই করে রাখা হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, তুর্কি বাহিনী তার শরীরের ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপসারণ করেছে।

https://b.top4top.io/p_2635sunhq5.png
অঙ্গ অপসারনের সন্দেহভাজন চিহ্ন

উল্লেখ্য যে, এর আগেও একাধিকবার সিরিয়ানদের উপর অমানবিক নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে তুর্কি বর্ডার গার্ডের বিরুদ্ধে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিও

১২ মার্চের এই ঘটনার আগে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কতিপয় সিরিয়ানকে তুর্কি সেনারা দল বেঁধে নির্যাতন করছে। এই ঘটনার পরে সিরিয়ান ভূখন্ডে কৃষিজমিতে কর্মরত ষাটোর্ধ্ব এক প্রৌঢ়কে গুলি করে আহত করেছে তুর্কি সীমান্তরক্ষীরা।

---

## টিটিপির অধীনে প্রতিরোধ বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৪১টি

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তান ভিত্তিক আরও একটি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এতে টিটিপিতে একীভূত হওয়া প্রতিরোধ বাহিনীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪১টিতে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ২১ মার্চ পাকিস্তানের বান্নু প্রদেশ থেকে নতুন একটি দল টিটিপিতে একীভূত হয়েছে। কমান্ডার হাজি আফতাব দাওয়ারের নেতৃত্বে উত্তর ওয়াজিরিস্তান ভিত্তিক উক্ত প্রতিরোধ বাহিনীটি টিটিপিতে যোগদানের ঘোষণা দিয়েছে।

https://i.top4top.io/p_2636yhz2y0.png

এর মাধ্যমে তারা টিটিপি আমির মুফতি আবু মনসুর আসিম (নূর ওয়ালি মেহসুদ) হাফিজাহুল্লাহ্ এর প্রতি আনুগত্যের বাইয়াত দিয়েছেন। সেই সাথে তারা টিটিপির সমস্ত আইন ও আদেশ শরিয়ার আলোকে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলবেন বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

এই উপলক্ষ্যে টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফিযাহুল্লাহ) পাকিস্তানে কর্মরত সকল ইসলামি দলগুলোকে টিটিপিতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেই সাথে এক আমীর ও এক পতাকাতলে পাকিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করার আবেদন করেন।

---

## দক্ষিণ সোমালিয়ায় সামরিক ঘাঁটি বিজয়: ১০ অফিসারসহ ২৮ শত্রুসেনা নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলিয় শাবেলি রাজ্যে একটি সোমালি সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি বিজয় করেছেন আল কায়দা সংশ্লিষ্ট হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন। এই অভিযানে অন্তত ২৮ সোমালি সৈন্য নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, ২১ মার্চ ভোর ৬টায় মুজাহিদগণ বীরত্বপূর্ণ এই অপারেশনটি শুরু করেন। প্রথমে, দারুন-নাআ'মা এলাকায় অবস্থিত সোমালি সামরিক ঘাঁটিটির ফটক ভাঙতে পরপর কয়েকটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান তাঁরা। ফটক ভেঙ্গে গেলে মুজাহিদগণ ঘাঁটিতে ঢুকে পড়েন।

এতে সেখানে তীব্র লড়াই শুরু হয়, যা টানা ৬ ঘন্টা ধরে চলে। অবশেষে, মহান রবের সাহায্যে মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং সামরিক ঘাঁটির উপর বিজয় নিশান উড্ডয়ন করেন।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মুজাহিদদের দুর্দান্ত এই অভিযানে সোমালি বাহিনীর ১০ অফিসার সহ অন্তত ২৮ মিলিশিয়া ও সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। এছাড়া, আহত হয়েছে আরও কমপক্ষে ১৭ সেনা। পলায়নরত সেনাদের ২টি গাড়িও ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন মুজাহিদগণ।

অভিযান শেষে, ঘাঁটি থেকে কয়েকটি সামরিক যান, ২৪টি মেশিনগানসহ ছোট ও মাঝারি ধরনের অনেক অস্ত্র এবং প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ্।

---

## ২১শে মার্চ, ২০২৩

### আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || মার্চ ৩য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/03/21/62748/

---

## ২০শে মার্চ, ২০২৩

### ইসলামি রীতিতে নওমুসলিমের লাশ দাফনে প্রশাসনের টালবাহানা

গত দেড় মাসের বেশি সময় ধরে একজন নওমুসলিমের লাশ আটকে আছে চট্রগ্রাম পুলিশের কাছে। নিহত এই নওমুসলিমের নাম আহমাদ। দুই বছর আগে ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করতে পেরে শায়েখ হারুন ইজহার সাহেবের কাছে সেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি। এরপর থেকে তিনি প্রকৃত মুসলিম হিসেবে জীবন-যাপন করে আসছিলেন।

গত ২৯ জানুয়ারি চট্টগ্রামে এক মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। খবর পেয়ে তার মা ও তার পরিবারের সদস্যরা তাঁর লাশ নেয়ার জন্য আসে। অপরদিকে নওমুসলিম আহমাদের বন্ধুরা জানায়, মৃত্যুর আগে আহমাদ ওয়াসিয়াত করেছেন যে, তাঁর লাশকে যেন ইসলামি রীতি মোতাবেক জানাযা ও দাফন-কাফন করা হয়।

এতে আহমাদের পরিবারের সদস্যা তাঁর লাশ নেওয়ার জন্য একটি নাটক সাজায় যে, তারা আহমাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই জানে না। এতে আহমাদের বন্ধুরা আহমাদের মুসলিম হওয়ার এফিডেভিট পত্র প্রদর্শন করে।

কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনাটির পর থেকেই এক হিন্দু পুলিশ কর্মকর্তা আহমাদের লাশ নিয়ে টালবাহানা শুরু করে। নানা যুক্তিতর্ক প্রদান করে সে আহমাদের বন্ধুদের জানায় যে, ঐ এফিডেভিট (হলফনামা) পত্র অগ্রহণযোগ্য। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালে, হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বেশ্বর সিংহ লাশের পরিচয় সনাক্তের জন্য দায়িত্ব প্রদান করে ক্রসিং হাইওয়ে পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) স্নেহাংশু বিকাশ সরকারের কাছে।

গত ১৩ মার্চ তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় পার হলেও এই পুলিশ কর্মকর্তা লাশের তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করেনি। উল্টো তদন্তের জন্য আরও সময় চেয়ে আবেদন করেছে।

এমন ঘটনা নতুন নয়। ২০২১ সালের ১৪ জুন, খাগড়াছড়িতে নুসরাত জাহান নামে এক নওমুসলিম নারীর লাশ চিতায় পোড়ানো হয়েছে। এর আগে টেকনাফের একজন চাকমা মেয়ে লাকিংমে ইসলাম গ্রহণ করে হালিমাতুস সাদিয়া নাম গ্রহণ করে। এরপর তিনি মারা গেলে প্রশাসন তাঁর লাশও পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।

একজন মুসলিমের লাশ ইসলামি রীতিতে জানাযা ও দাফন-কাফন হবে, এটি তাঁর ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অধিকার। তবে বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্বেও এ বিষয়ে প্রশাসন ইসলামি বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করছে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

১। লাশটি দাফন হবে নাকি ওঠবে চিতায় - https://tinyurl.com/4pt4b9ds

২। সড়ক দুর্ঘটনায় নওমুসলিমের মৃত্যু, দাফন নিয়ে পরিবারের সঙ্গে বিরোধ

- https://tinyurl.com/mwdb57ra

৩। পাহাড়ে আতংক – মুসলিম হলে খুন; খ্রিস্টান হলে অর্থ ও সেবা - https://tinyurl.com/4cdj6uy7

---

## বুরকিনা ফাসোতে আল-কায়েদার ধারাবাহিক অভিযানে ১৫ সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে ধারাবাহিকভাবে অপারেশন পরিচালনা করছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদগণ। এতে প্রতিনিয়তই ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের শিকার হচ্ছে শত্রু-বাহিনী। সম্প্রতি মুজাহিদদের পরিচালিত এমন কিছু অপারেশনে বুরকিনান বাহিনীর অন্তত ১৫ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এই অপারেশনগুলো পরিচালনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সফল অভিযানটি পরিচালিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুরে। বুরকিনান সেনাবাহিনী যখন "ঘাসন" অঞ্চল সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামে আগ্রাসন চালানোর চেষ্টা করে, তখন মুজাহিদগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এতে উভয় বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই শুরু হয়।

মুজাহিদদের প্রবল প্রতিরোধের সামনে টিকতে না পেরে ২ সেনার মৃতদেহ ফেলে রেখেই বাকিরা পালিয়ে যায়। এরপর মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ২৫টি মোটরসাইকেল, ১টি পিকে মেশিনগান, ২টি মাঝারি অস্ত্র ও ১১টি পিস্তল জব্দ করেন।

গত ৪ মার্চ, একই অঞ্চলে বুরকিনান সেনাবাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে সফলভাবে এম্বুশ পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। এতে বুরকিনান সেনাবাহিনীর ১১ সদস্য নিহত হয়েছে এবং আরও অনেকে আহত হয়েছে। অপারেশন শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ২টি গাড়ি, ১টি মর্টার, ২টি পিকে মেশিনগান, ৪টি ক্লাশিনকোভ এবং ১৫টি মোটরসাইকেলসহ প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ জব্দ করেন।

একই দিন, কঙ্গোসি এলাকায় সেনবাহিনীর একটি দলকে বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে এম্বুশ করেন মুজাহিদগণ। এতে সেনবাহিনীর একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশ কিছু সেনা হতাহত হয়। তবে হতাহতের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি।

এরপর গত ১০ ও ১১ মার্চ, দেশটির মুরলাবা ও বোলেন এলাকায় আরও ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। এরমধ্যে মুরলাবা গ্রামে সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাকে রেইড পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। এতে বুরকিনান সেনাবাহিনীর ২ সদস্য নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ৪টি ক্লাশিনকোভ, ১টি পিকা, ১টি আরপিজি, ১টি ড্রোন, ১টি পিস্তল এবং ৮টি মোটরসাইকেলসহ প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন। সেই সাথে সেনাবাহিনীর ১টি গাড়িও পুড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ।

অপর অভিযানটি পরিচালিত হয় বোলেন এলাকায়। প্রথমে বুরকিনান সামরিক বাহিনীর একটি টহল দল রাস্তায় পেতে রাখা একটি ল্যান্ডমাইনে আক্রান্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এরপর মুজাহিদগণ বিক্ষিপ্ত সেনাদের টার্গেট করে গুলি বর্ষণ শুরু করেন। এতে অনেক শত্রু সেনা হতাহত হয় এবং দ্রুত ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই অভিযানে হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি।

এই অভিযানগুলি থেকে মুজাহিদদের প্রাপ্ত কিছু গনিমত...

https://alfirdaws.org/2023/03/20/62741/

---

## আইএসকেপি-কে অর্থায়ন করছে পাকিস্তান: প্রাক্তন আইএস নেতা

সম্প্রতি ইমারারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আল-মারসাদ নামক একটি মিডিয়া দেশটির সালাফি আলেম ও আইএসের প্রাক্তন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শায়েখ আব্দুর রাহিম মুসলিম-দোস্ত এর সাথে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে।

উক্ত সাক্ষাৎকারে, শায়েখ আব্দুর রাহিম খারেজি গোষ্ঠি ইসলামিক স্টেট এর খোরাসান শাখা 'ইসলামিক স্টেট - খোরাসান প্রভিন্স' বা আইএসকেপি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন।

শায়েখ আব্দুর রাহিম মুসলিম-দোস্ত জানান, ২০১৪ সালে আইএস এর কাছে আনুগত্যের বাইয়াত দেয়া তিনিই একমাত্র ব্যক্তি নন। বরং আইএসকে প্রথম বাইয়াত দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে হেলমান্দ প্রদেশের মাওলানা ইদরিসও রয়েছেন, যিনি মদীনা থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছিলেন।

আইএস এর খোরাসান শাখাকে কারা অর্থায়ন করছে - এই প্রশ্নের জবাবে শায়েখ বলেন, প্রথমত পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এবং তারপর ইরাক ও সিরিয়ায় অবস্থিত আইএস এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আইএসকেপি কে অর্থায়ন করছে। এছাড়াও, ২০১৫ সালে লস্কর-ই-তাইয়েবা আইএসকেপি কে ৫০ লক্ষ পাকিস্তানি রুপি সাহায্য প্রদান করেছিল।

পাকিস্তানের সাথে আঁতাত থাকা স্বত্বেও কাবুলে পাকিস্তানী দূতাবাসে আইএসকেপি কেন আক্রমণ করলো – এর জবাবে শায়েখ মুসলিম-দোস্ত বলেন, পাক দূতাবাসে আক্রমণ একটি সাজানো নাটক ছিল। হামলায় রাষ্ট্রদূতের কিছুই হয়নি, শুধু তার এক বডিগার্ড আহত হয়েছিল। পাকিস্তান চায় আইএসকেপির সাথে তাদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ ভুল প্রমাণ করতে।

উল্লেখ্য, ইরাক-সিরিয়ায় আইএস এর উত্থানের পর শায়েখ আব্দুর রাহিম মুসলিম-দোস্ত ২০১৪ সালে আইএস এর কথিত খলিফা আবু বকর আল-বাগদাদীর নিকট আনুগত্যের বাইয়াত দেন। পরবর্তীতে আইএস এর নিষ্ঠুরতা ও ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে তিনি আইএস ছেড়ে দিয়ে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

---

## ১৯শে মার্চ, ২০২৩

### বৈঠকরত শত্রুর সামরিক কেন্দ্রে শাবাবের ইস্তেশহাদী অপারেশন: হতাহত অন্তত ৩৩ কর্মকর্তা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার জিজো রাজ্যের একটি সামরিক কেন্দ্র লক্ষ্য করে সফল ইস্তেশহাদী অপারেশন পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে প্রশাসনের অন্তত ৩৩ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে থেকে জানা গেছে, গত ১৪ মার্চ সকালে জিজো রাজ্যোর বারদিরী শহরে একটি বড় ধরণের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণটি রাজ্যের প্রধান সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লক্ষ্য করে ঘটানো হয়। যার ফলশ্রুতিতে সামরিক কেন্দ্রে অবস্থানরত অন্তত ১৩ শত্রু নিহত এবং আরও কমপক্ষে ২০ কর্মকর্তা আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম শাহাদাহ এজেন্সির সূত্রে জানা গেছে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ উক্ত আক্রমণটি চালিয়েছেন, যিনি শক্তিশালী বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়ি নিয়ে ঘাঁটিতে শহিদী হামলা চালান। আর তাতেই পুরো সামরিক কেন্দ্রটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সেই সাথে অনেক সামরিক কর্মকর্তা ও সেনা সদস্য নিহত হয়। আহত শত্রুদেরকে অন্তত ১২টি অ্যাম্বুলেন্সে করে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিতে দেখা গেছে, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটিকে দ্বিতীয় বারেও ঘটনাস্থলে আসতে দেখা গেছে।

সূত্রটি থেকে আরও জানা যায়, সেদিন সামরিক কেন্দ্রটিতে একটি গোপন বৈঠকের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল জুবাল্যান্ড প্রশাসনের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, সোমালি সরকারের গভর্নর, ৪৩তম ডিভিশনের অপারেশনাল কমান্ডার, মিলিশিয়া বাহিনীর দায়িত্বে থাকা কর্নেল সহ উচ্চপদস্থ আরও অনেক সামরিক কর্মকর্তা। এই বৈঠকের

উদ্দেশ্য ছিলো রাজ্যটিতে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা তৈরি করা।

কিন্তু পশ্চিমা সমর্থিত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের গোপন এই বৈঠক ও পরিকল্পনার কথা আগেই জানতে পারে হারাকাতুশ শাবাবের গোয়েন্দা বিভাগ। আর সেই তথ্যের ভিত্তিতেই ১৪ মার্চ সকালে যখন সোমালি কর্মকর্তারা সেখানে একত্রিত হয়, তখন হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের সামরিক বিভাগ কেন্দ্রেটিতে ইস্তেশহাদী অপারেশনের আয়োজন করেন।

বৈঠক শুরু হওয়ার পরপরই মুজাহিদগণ তাদের সফল শহীদি অপারেশনটি পরিচালনা করেন, যাতে উচ্চপদস্থ অনেক প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তা এবং অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়। তবে স্থানীয় কিছু সূত্র প্রাথমিক রিপোর্টে এটুকু জানাতে সক্ষম হয়েছে যে, অনেক সামরিক কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকদের উপস্থিতির মাঝে শাবাবের দুঃসাহসী অপারেশনে অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছে এবং আরও ২০ এর বেশি আহত হয়েছে।

হতাহতের এই ঘটনার পর উদ্ধার কাজে সেখানে জড়ো হয় সোমালি প্রশাসনের অন্যান্য সামরিক ইউনিটগুলো। আর তখনই কেন্দ্রটি লক্ষ্য করে ফের ২০টি মর্টার শেল নিক্ষেপ করেন মুজাহিদগণ। এর ফলে সোমালি প্রশাসনের মাঝে হতাহতের সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যায়।

---

## সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত আইএসের ৩টি আস্তানায় মুজাহিদদের ক্লিয়ারিং অপারেশন

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকারের কর্মকর্তারা বলছেন যে, দেশটির সামরিক বাহিনীর সদস্যরা গত ১৮ মার্চ রাতে আইএস গোষ্ঠীর বিদেশি সদস্যদের কিছু গোপন আস্তানায় ক্লিয়ারিং অপারেশন পরিচালনা করছেন। এতে অনেক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে।

ইমারাতে ইসলামিয়া সরকারের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ (হাফি.) এক টুইটার বার্তায় তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, মুজাহিদগণ গত ১৭-১৮ মার্চ গভীর রাতে মাজার-ই-শরীফের ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৮ম জেলায় আইএস খারেজিদের ৩টি আস্তানায় ক্লিয়ারিং অপারেশন পরিচালনা করছেন।

মুখপাত্রের মতে, মুজাহিদদের পরিচালিত এই অভিযানে বেশ কিছু আইএস সদস্য নিহত হয়েছে, তবে তিনি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জানান নি। তিনি আরও যোগ করেছেন যে, অভিযানের সময় একজন তালিবান মুজাহিদও আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র থেকে আরও জানা যায়, এই অভিযানের মাধ্যমে তালিবান মুজাহিদগণ উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান থেকে আসা আইএস সদস্যদের হত্যা করেছেন। নিহতদের মধ্যে আইএসের সিনিয়র ব্যক্তিত্ব "ওস্তাদ কায়েস" ও রয়েছে।

## ১৮ই মার্চ, ২০২৩

### ইয়েমেনে সেনা চৌকিতে আল-কায়েদার রেইড: ১০ শত্রুসেনা হতাহত

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ সংশ্লিষ্ট জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্ গত বছর থেকে ইয়েমেনে তাদের নতুন অপারেশন "সিহামুল-হক" শুরু করেছেন। এই অপারেশন শুরুর পর থেকে মুজাহিদদের অভিযানে এখন পর্যন্ত কয়েক শতাধিক শত্রু সেনা হতাহত হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৪ মার্চ ইয়েমেনের শাবওয়া প্রদেশের আল-সাফরা পয়েন্টে একটি সামরিক অপারেশন চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়া বাহিনীর পঞ্চম ব্রিগেডের একটি চেকপোস্ট লক্ষ্য করে এই রেইড পরিচালনা করা হয়েছে। এতে মিলিশিয়া বাহিনীর অন্তত ৪ সেনা নিহত এবং আরও অনেক সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, মুজাহিদগণ রেইড শুরু করলে সেখানে শত্রু বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই শুরু হয়। এক পর্যায়ে মুজাহিদগণ সকল দিক থেকে ভারী অস্ত্র ও গ্রেনেড ব্যবহার করতে থাকলে শত্রু বাহিনী কোণঠাসা হয়ে যায়। দিকভ্রান্ত হয়ে মিলিশিয়া সদস্যরা চেকপোস্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই অভিযানে শত্রু বাহিনীর অন্তত ৪ সৈন্য নিহত এবং আরও কমপক্ষে ৬ সৈন্য আহত হয়েছে।

আল-কায়েদার আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক প্রচার মিডিয়া আল-মালাহিমের তথ্য অনুযায়ী, এই অভিযানে মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর একটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন এবং ২টি অস্ত্র গনিমত পেয়েছেন।

---

### হিন্দুদের বিরুদ্ধে কথা বললে রেহাই নেই: সাবেক বিজেপি বিধায়ক

ভারতীয় জনতা পার্টির সাবেক বিধায়ক টি রাজা সিং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য ব্যাপক ভাবে সমালোচিত একজন ব্যক্তি। গত ১০ মার্চ মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে সে আবারও মুসলিমদেরকে হুমকি দিয়েছে এবং মুসলিমদের অবমাননা করে উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়েছে।

টি রাজা সিং দাবি করেছে, ভারতকে ২০২৬ সালের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হবে। তার এই বক্তৃতার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হয়েছে। সে আরও বলেছে, 'যারা হিন্দু মতের বিরুদ্ধে কথা বলবে, আমরা তাদের রেহাই দেব না।

'আমাদের হিন্দু রাষ্ট্রে আপনি দিনে পাঁচবার যা করেন তা করার জন্য লাউডস্পিকারও পাবেন না।' অর্থাৎ, আযান দেওয়ার জন্য মুসলিমদেরকে লাউডস্পিকারও ব্যবহার করতে দিতে চায় না তারা।

শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত বাল ঠাকরের একটি মিডিয়া সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে রাজা সিং বলেছে, বাল ঠাকরে নাকি মুসলমানদের 'পোকামাকড়' ও 'তেলাপোকা' হিসাবে উল্লেখ করেছিল এবং 'স্প্রে দিয়ে মুসলমানদের নির্মূল' করার কথা বলেছিল।

হিন্দু জনসাধারণকে বজরং দলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে রাজা সিং আরও বলেছে, 'যদি মুসলমানদের মারতে চান, তাহলে বজরং দলে যোগ দিন। যারা হিন্দু মতের বিরুদ্ধে কথা বলে বা গরু জবাই করে, তারা জেনে রাখুক আমরা প্রস্তুত আছি।'

এই রাজ সিং হায়দরাবাদে নবীজি মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়েও অপমানজনক মন্তব্য করেছিল। সে সময় হায়দরাবাদ পুলিশ বলেছিল, রাজা সিং ১০১ টি ফৌজদারি মামলার আসামী। এর মধ্যে ১৮ টি মামলাই মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান সম্পর্কিত।

একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা থাকার পরেও সে একই অপরাধ একের পর এক করে যাচ্ছে, তাও আবার প্রকাশ্যে। এবারও তাকে আটক করেছে পুলিশ। হয়তো আবারও ছাড়া পেয়ে যাবে শীঘ্রই। কারণ, ভারতীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের অপরাধীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা এবং নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

**1.** BJP MLA T Raja Singh booked for hate speech against Muslims (Scroll) - https://tinyurl.com/3vway552

---

## ফেব্রুয়ারি মাসে ১৮৭টি ফিলিস্তিনি স্থাপনা গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরাইল

গত ফেব্রুয়ারিতে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ১৮৭টি ঘরবাড়ি ও স্থাপনা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে দখলদার ইসরাইল। আন্তর্জাতিক কোন নিয়ম নীতি না মেনেই এসব ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে ইহুদিবাদী রাষ্ট্রটি।

সম্প্রতি শামস নামের একটি মানবাধিকার সংস্থার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মাসে ৯ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে আদালতের নোটিশ প্রদান করে তাদের বাড়ি ভেঙে ফেলতে বাধ্য করে ইসরাইলি প্রশাসন।

এছাড়াও ৬০ টি স্থাপনা ভেঙে ফেলতে বা নির্মাণাধীন ভবনের কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশ জারি করেছিল ইসরাইল। এরপর বুলডোজার দ্বারা এসব স্থাপনা গুড়িয়ে দেয় ইসরাইলি সেনাবাহিনী। এসব স্থাপনার মধ্যে রয়েছে আবাসিক ভবন, পাথর দ্বারা নির্মিত বাড়ির দেয়াল ও মসজিদ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যারা ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত, জোরপূর্বক তাদের বাড়িঘরও সিলগালা করে দিচ্ছে ইসরাইলি প্রশাসন। গত কিছুদিন আগে ইসরাইলি আগ্রাসনে শহীদ হওয়া এক ফিলিস্তিনি নেতার বাড়িও সিলগালা করে দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি পশ্চিম তীরে এ-যাবৎকালের সবচেয়ে বেশি আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরাইল, লক্ষ্য পশ্চিম তীরকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাইলের অংশে পরিণত করা। এ জন্য গত বছর থেকেই পশ্চিম তীরে সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে তারা। তাদের আগ্রাসন থেকে বাদ পড়েনি অবুঝ শিশু থেকে বয়সের ভারে ন্যুজ ফিলিস্তিনিরাও। এসব আগ্রাসনে চলতি বছর মাত্র আড়াই মাসে খুন করা হয়েছে ৮০ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে।

পশ্চিমারা মুখে মুখে সব সময় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে। অথচ ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনে এমন বর্বরোচিত আগ্রাসন সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্ব ইসরাইলকেই প্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বিপরীতে ফিলিস্তিনিরা নিজ ভূমি উদ্ধারে কোন প্রতিরোধ-প্রতিবাদ করলেই সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে।

**তথ্যসূত্র:**

-------

1. 187 Palestinian facilities demolished, closed in February 2023 - https://tinyurl.com/y62w8c4n

---

## রমাদান উপলক্ষে আরোপিত সৌদি বিধিনিষেধ কী বার্তা দিচ্ছে?

গত ৩ মার্চ, আসন্ন রমাদানকে কেন্দ্র করে সৌদি আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। দেশটির ধর্ম মন্ত্রী আব্দুল লতিফ শেখ এক বিবৃতিতে দশটি পয়েন্ট সংবলিত একটি আদেশনামা জারি করেছেন। এই নির্দেশনাগুলো সে দেশের সবাইকে মেনে চলতে হবে বলে বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

নির্দেশনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে –

- ইমাম ও মুয়াজ্জিন খুব প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদে অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না।

- তারাবিহ নামাজ দীর্ঘায়িত করা যাবে না।

- শেষ দশ দিন তাহাজ্জুদ নামাজ ফজর নামাজের অনেক আগেই শেষ করতে হবে যেন মুসল্লিদের কষ্ট না হয়।

- নামাজের দৃশ্য ধারণ ও সম্প্রচার করা যাবে না।

- শেষ দশ দিন ইতিকাফ পালন করার জন্য মসজিদের ইমাম সাহেবদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং ইতিকাফকারীদের নাম-পরিচয় ও ব্যক্তিগত তথ্য ইমাম সাহেবদের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

- রোজাদারদের ইফতার করানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কেউ সাদাকাহ সংগ্রহ করতে পারবে না।

- মসজিদের ভেতরে ইফতারের আয়োজন করা যাবে না, তবে মসজিদের বাহিরে ইফতার করা যাবে।

- মসজিদের মাইকে আজানের শব্দ কমাতে হবে।

- বাবা-মায়ের সাথে নিজ সন্তানদেরকে নামাজে নিয়ে আসার ওপরও দেয়া হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

এই নির্দেশনা জারির পর থেকে শুধু সৌদি আরব নয়, বরং পুরো মুসলিম বিশ্বেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ এই নির্দেশনাগুলোকে সরাসরি ইসলাম বিরোধী ও ইসলাম বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখছেন। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, রমাদানে মসজিদগুলোতে সার্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নির্দেশনাগুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

যারা বিরোধিতা করছেন বা নিন্দা জানাচ্ছেন, তারা মূলত ৩/৪টি নির্দেশনার পেছনে সৌদি প্রশাসনের কুট উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন। পাশাপাশি এসকল নির্দেশনা বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘ মেয়াদে ইসলাম ও মুসলিমদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন।

তারাবির নামাজ দীর্ঘায়িত না করা, তাহাজ্জুদ নামাজ ফজরের অনেক আগেই শেষ করা, মাইকে আজানের শব্দ কমানো, অভিভাবকের সাথেও বাচ্চাদের মসজিদে আনার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা – এই বিষয়গুলো নিয়েই বেশি আপত্তি দেখা যাচ্ছে।

এটা ঠিক যে, প্রতিটি নির্দেশনারই ইতিবাচক দিক রয়েছে। তবে বিষয়গুলো এমনও নয় যে, একেবারে রাষ্ট্রীয়ভাবে মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা জারি করে এগুলো নিষেধ করতে হবে। সাধারণত দেখা যায়, মসজিদের ইমাম সাহেবরা প্রতি বছরই সাধারণ মুসল্লিদেরকে এসব বিষয়ে সচেতন করেন। তাছাড়া, গত দেড় হাজার বছরে এমন নজির হয়তো নেই যে, এ সকল বিষয় নিয়ে সমাজে বড় ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলা হয়েছে।

আর এসব কারণেই সৌদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমন বিধিনিষেধ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ রয়েছে। তাছাড়া, এটা সবার কাছেই স্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ বিন সালমান ক্রাউন প্রিন্স হবার পর থেকেই একের পর এক শরিয়তের মেজাজ বিরোধী এবং অনেক হারাম বিষয়কে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সেসব বিষয়কে পৃষ্ঠপোষকতাও করা হচ্ছে। যে সকল উলামায়ে কেরাম সৌদি প্রশাসনের এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক তথ্য প্রমাণ ছাড়াই তাঁদেরকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, সৌদি আরবে সম্প্রতি অত্যন্ত জাঁকজমক ভাবে পালিত হয়েছে পশ্চিমাদের হ্যালোইন উৎসব, যা কিনা একটি পৌত্তলিক সংস্কৃতি থেকে আবির্ভূত হয়েছে; একের পর এক খোলা হচ্ছে সিনেমা হল, যেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে হলিউড-বলিউডের সব অশ্লীল সিনেমা; প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেশে এখন নিয়মিতই আয়োজন করা হয় নাচ-গানের কনসার্ট, যেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে ভাড়া করে আনা নর্তক-নর্তকীরা নেচে গেয়ে পৈশাচিক উন্মাদনা দেয় সেখানকার যুবক-যুবতীদের।

বিপরীতে, হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মাস রমাদানকে ঘিরে আরোপিত এই বিধি-নিষেধগুলো ইসলামকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনেকাংশেই সীমিত করবে। দীর্ঘ মেয়াদে আরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

প্রাথমিক ভাবে, এমন আপাত ইতিবাচক বিধিনিষেধের মাধ্যমে ধর্মীয় কার্যক্রমের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে জনমনে সহনীয় করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আরও কঠোর বিধিনিষেধ আসলেও তখন জনগণ তা স্বাভাবিকভাবে নিতে শুরু করবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে এমন পদক্ষেপ ইতিহাসে নতুন নয়।

সার্বিক বিবেচনায় কেউ যদি বলে, 'নানান ইসলামবিরোধী কাজ-কর্ম সম্পাদনে সৌদি আরবের মুসলিমরা স্বাধীন হলেও, ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি স্বাধীন নয়' তাহলে খুব একটা অত্যুক্তি করা হবে না।

নিশ্চয়ই সৌদি প্রশাসন কিছু আশঙ্কাকে প্রতিহত করার জন্য এমন পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে, ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের স্বাধীনতায় কোনো বিধিনিষেধ আরোপ না করেও, তাদের আশঙ্কার জায়গাগুলো প্রতিহত করার সুযোগ রয়েছে নিশ্চয়ই।

একটি আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সকলে যেন সর্বোত্তম ভাবে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন পালন করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্ম পালনে বিধিনিষেধ আরোপ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস জনমনে এমন আশঙ্কা তৈরি করবে এটাই স্বাভাবিক। সৌদি প্রশাসনের উচিৎ বিষয়গুলো নিয়ে আরও গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে জনবান্ধব এবং ইসলামবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

---------------------------------------

**তথ্যসূত্র:**

**———**

**1.** Saudi Arabia imposes restrictions on Ramadan practices, limiting loudspeakers and surveiling worshippers – https://tinyurl.com/3crjsyya

## ১৫ই মার্চ, ২০২৩

### বুরকিনান শিবিরে আল-কায়েদার জোরালো আঘাত : নিহত ৯, গণিমত ২টি গাড়ি ও ৭৫টি বাইক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির পাশাপাশি গত বছর থেকে প্রতিবেশি বুর্কিনা ফাসোতেও সামরিক অপারেশন জোরদার করেছে আল-কায়েদা। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি আল-কায়েদা পৃথক অভিযানে বুরকিনান বাহিনীর অন্তত ৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার, বুরকিনা ফাসোর ফারসাগা গ্রামে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন। অভিযানটি উক্ত এলাকায় অবস্থিত বুরকিনান সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাক লক্ষ্য করে অ্যাম্বুশ পদ্ধতিতে চালানো হয়। মুজাহিদদের অতর্কিত এই অ্যাম্বুশের ফলে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে শত্রু ঘাঁটিতে অবস্থানরত সেনারা।

শত্রু ব্যারাকের সেনারা কিছু বুঝে উঠার আগেই মুজাহিদগণ তাদের মধ্য থেকে অনেক সৈন্যকে হত্যা এবং আহত করেন। বাকিরা তাদের ২ সঙ্গীর মৃতদেহ ব্যারাকে ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়। সেনাদের এই পলায়নের পর মুজাহিদগণ ব্যারাকটির নিয়ন্ত্রণ নেন এবং সেখান থেকে ২টি ক্লাশিনকোভ ও ৪০টি মোটরসাইকেল সহ অসংখ্য গোলাবারুদ উদ্ধার করেন।

বরকতময় এই অপারেশনের ঠিক একদিন পরেই (২৭ ফেব্রুয়ারি) জেএনআইএম মুজাহিদিন তাদের অপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন দেশটির সুদগোই এলাকায়। এই অভিযানে মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর একটি কনভয়ে এম্বুশ করলে উভয় বাহিনীর মাঝে লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। তবে শত্রু বাহিনী মুজাহিদদের সামনে বেশিক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে পারেনি, বরং মুজাহিদিনের তীব্র আক্রমণে শত্রুরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সেনাদের পিছু হটার আগেই মুজাহিদগণ তাদের মধ্য থেকে ৬ সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হন, আর বাকিরা আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়।

এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ শত্রুদের থেকে ৬টি মাঝারি ক্যালিবারের অস্ত্র, ১টি রকেট লঞ্চার ও ২১টি মোটরসাইকেল জব্দ করেন। সেই সাথে অভিযান চলাকালে শত্রুদের আরও ১০টি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ।

অপরদিকে গত ২ মার্চ বৃহস্পতিবার বুরকিনা ফাসোর ওয়ারগাই এলাকায় আরও একটি অতর্কিত অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। এই অভিযানটি বুরকিনান সেনাবাহিনীর একটি ছোট দলকে টার্গেট করে চালানো হয়। এতে সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেক সৈন্য হতাহত হয়, যাদের মধ্যে ১ সেনার মৃতদেহ ঘটনাস্থলে ফেলে রেখেই অন্য সেনারা পালিয়ে যায়।

এই অভিযান শেষেও 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন ২টি গাড়ি, ১টি ভারী ক্লাশিনকোভ ও ১৪টি মোটরসাইকেল জব্দ করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

---

## উত্তরপ্রদেশে ৪ দিনে তিন নাবালিকা মুসলিমাকে ধর্ষণ

উপমহাদেশের মুসলিম নারীরা এক কঠিন সময় অতিবাহিত করছেন। বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রায় প্রতিদিনই হিন্দুদের ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন মুসলিম নারীরা। হিন্দুরা তাদের মিশন বানিয়ে নিয়েছে যে, মুসলিম সেজে বিয়ে করে হলেও, যেকোন উপায়ে মুসলিম নারীদের পেটে সন্তান দিয়ে পালিয়ে যাওয়া।

এ জঘন্য কাজকে উগ্র হিন্দুরা নাম দিয়েছে ভাগওয়া জিহাদ। ফলে মুসলিম নারীদের ছলে বলে কৌশলে কিংবা জোরপূর্বক ধর্ষণ করার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই ন্যাক্কারজনক মিশনের ধারাবাহিকতায় গত ৪ দিনে শুধু ভারতের উত্তরপ্রদেশেই ৩ নাবালিকা মুসলিমাকে ধর্ষণ করেছে হিন্দুরা।

গত ১৩ মার্চ সোমবার সকালে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা জেলায় আট বছর বয়সী মুসলিমা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। একই জেলায় এবং সম্বলে অন্য দুই নাবালিকাকে গণধর্ষণের চার দিন পরেই আগ্রায় নাবালিকা মুসলিমাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

গ্রামবাসীরা আট বছর বয়সী শিশুকে এলাকার একটি খালি জায়গায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং পরে তার পরিবারকে খবর দেয়। শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং এখনও অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে।

পরিবারের থেকে জানানো হয়েছে, মেয়েটি পাশের একটি দোকানে গিয়েছিল, কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও না ফেরায় তারা তাকে খুঁজতে শুরু করে। পরে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়।

গত চার দিনে, রাজ্যে তিনটি ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে একটি ঘটেছে ৯ মার্চ, যেখানে ১৪ বছর বয়সী মেয়েকে আগ্রার একটি গ্রামের কাছে জঙ্গলে নিয়ে দুই ব্যক্তি ধর্ষণ করে। ধর্ষকরা মেয়েটিকে মারধর করে টেনে নিয়ে যায়, যার ফলে তার কাঁধে আঘাত লাগে। ঘটনা জানাজানি হলে ২৮ এবং ৩০ বছর বয়সী দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

একই দিনে সম্বল জেলার একটি গ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণির দুই ছাত্র পাঁচ বছরের একটি মেয়েকে খেলার সময় ধর্ষণ করে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিকটিম এবং তাদের সাথে যারা খেলেছে তাদের ঘটনা সম্পর্কে চুপ থাকার জন্য হুমকি দিয়েছে। ধর্ষিতা মেয়েটিকে ঘটনার কথা বলে দিলে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে।

এদিকে, ভারতের বিহারে হিন্দুদের হোলি উৎসবে হিন্দু সরপঞ্চের ছেলে ও তার বন্ধুরা মিলে দুই নাবালিকা মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করে। গত ৮ মার্চ বুধবার, অন্যদের সাথে হোলি উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন ৬ এবং ৭ বছর বয়সী দুই নাবালিকা মুসলিম মেয়ে। নাবালিকা মেয়েরা যখন সাহেবপুর কমলের পাঁচদির চকের কাছে

একটি স্কুলে খেলছিল তখন মাহাতো ওরফে রাজ কুমার এবং তার বন্ধুরা মিলে দুই মেয়েকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

হিন্দুত্ববাদীদের ভাগওয়া জিহাদের প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশেও। শুধু এক অনুপ পোদ্দার মুসলিম সেজে প্রায় ২০০ নারীর সর্বনাশ করেছে। তাকে আটকের পর র‍্যাব জানায়, গোপনে ধারণকৃত নারীদের স্পর্শকাতর ভিডিও ও ছবি এবং বিভিন্ন পর্নোভিডিও তার দ্বারা পরিচালিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গোপন গ্রুপে পোস্ট ও শেয়ার করত। এ ছাড়া ২০০ এর অধিক ভুক্তভোগী নারীর ছবি ও ভিডিও সম্বলিত তার মোবাইলটি জব্দ করা হয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশের হিন্দুদেরও অনেক সিক্রেট গ্রুপ রয়েছে। যেখানে মুসলিম নারীদের কিভাবে ধর্ষণ করা যায়, সে ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়; কোন ধরণের নারীদের সহজেই টার্গেট করা যায়, তাদেরকে কোথায়-কিভাবে পাওয়া যায় এসব ব্যাপারেও পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। কেউ ধর্ষণ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে তাদের আইন সহায়তা দেওয়ার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়। কারণ অধিকাংশ প্রশাসনের কর্মকর্তাই তাদের মতো হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের। আর যারা ধর্ষণ করতে পেরেছে তাদের গোপনে ধারণকৃত স্পর্শকাতর ভিডিও ও ছবি আপলোড করে অন্যদের উৎসাহ দেয় সেসব গোপন হিন্দু গ্রুপে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Three minor girls were raped in Uttar Pradesh in 4 days - https://tinyurl.com/4v252su8

2. মুসলিম সেজে প্রায় ২০০ নারীর সর্বনাশ করেছে অনুপ পোদ্দার !

- https://tinyurl.com/pfnewdb9

3. https://youtu.be/WrzZfJuLtcg

4. বাংলাদেশী হিন্দুদের অপতৎপরতা:ওদের পেটে বাচ্চা দিয়ে ভেগে যাও - https://tinyurl.com/2p8a6ere

---

## ১৪ই মার্চ, ২০২৩

### মালিতে মুজাহিদদের অভিযানে ৪টি গাড়ি সহ গোটা সেনা ছাউনি ধ্বংস

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির সাইকাসো ও মাসিনা অঞ্চলে সম্প্রতি বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অনির্দিষ্ট সংখ্যক শত্রু সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১০ ও ৬ মার্চ মালির সাইকাসো রাজ্যে ২টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছেন জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যোদ্ধারা। এরমধ্যে ১০ মার্চ অঞ্চলটির বাগা এলাকায় 'জেএনআইএম' এর পরিচালিত হামলায় মালিয়ান সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, যার ফলে গাড়িতে থাকা সমস্ত সৈন্য হতাহত হয়।

একইভাবে ৬ মার্চ সকালে রাজ্যটির সানা শহরে মালিয়ান সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। আইইডি বিস্ফোরণে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এবং এতে থাকা সমস্ত সৈন্য নিহত হয়।

এর আগে গত ২ মার্চ মাসিনা রাজ্যের নারা এলাকায় শত্রু বাহিনীর অস্থায়ী একটি সামরিক অবস্থানে রেইড করেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর ৪টি গাড়ি ও সামরিক ছাউনি ধ্বংস করতে সক্ষম হন। এই হামলায় মালিয়ান সেনাবাহিনীর ২ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং বাকিরা আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। সেই সাথে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ৬টি ক্লাশিনকোভ সহ প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন আলহামদুলিল্লাহ্।

---

## ইয়েমেনে সামরিক ড্রোন ভূপাতিত করলো আল-কায়েদা, নিহত ৬ শত্রুসেনা

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা (AQAP) জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্ ইয়েমেনে ইসলাম বিরোধী মিলিশিয়াদের উপর হামলা জোরদার করেছে। সম্প্রতি তাদের পৃথক ৩টি হামলায় আরব আমিরাতের ১টি ড্রোন ভূপাতিত হওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১৪ শাবান সোমবার আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ আবইয়ানের মুদিয়া জেলায় একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন। অভিযানটি আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়াদের অবস্থান লক্ষ্য করে পরপর দুটি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এতে মিলিশিয়া বাহিনীর অন্তত ২ সদস্য নিহত এবং অন্য ৪ সদস্য আহত হয়।

এই হামলার দুদিন পর বুধবার রাজ্যটির আল-মাহফাদ জেলায় আরব আমিরাতের একটি নজরদারি ড্রোন ভূপাতিত করেন মুজাহিদগণ, পরে তা মেরামতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর গত ১৮ শাবান শুক্রবার আবইয়ানের আল-বাকিরা এলাকায় অভিযান চালান মুজাহিদগণ। সেখানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাড়াটে মিলিশিয়াদের সাইটগুলি লক্ষ্য করে কয়েক দফায় মর্টার শেল নিক্ষেপ করেন মুজাহিদগণ। ফলশ্রুতিতে মিলিশিয়া বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

https://alfirdaws.org/2023/03/14/62692/

---

## আরামদায়ক রমাদান উপভোগ করবে ৩০ লাখ রাজধানীবাসী: আশ-শাবাব গভর্নর

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু, যেখানে বসবাস করছেন প্রায় ৩০ লাখ মানুষ। গুরত্বপূর্ণ এই শহরটি পশ্চিমা সমর্থিত সরকারি কর্মকর্তা ও মিলিশিয়া নেতাদের ছত্রছায়ায় মাদক ব্যবসায়ী, গ্যাং, পতিতা চক্র এবং চাঁদাবাজদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছিল। যার ফলে দেশটির পশ্চিমা সমর্থিত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এই শহরে মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে পড়েছিল অসহনীয়।

সরকারি কর্মকর্তা ও মিলিশিয়া নেতাদের ছত্রছায়ায় যখন রাজধানীর এমন করুণ দশা, তখন সরকার নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে থাকে। ফলে এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সাধারণ জনগণ তাদের আস্থার জায়গা হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। আর হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনও তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজধানী বাসীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। রাজধানী জুড়ে ঘোষণা করেন মাদক-কারবারি ও মাফিয়া গ্যাংলিডারদের বিরুদ্ধে নতুন কিলিং অপারেশনের।

সোমালিয়ার ম্যাপ ও রাজধানী মোগাদিশুর অবস্থান

সম্প্রতি রাজধানী মোগাদিশুতে নিযুক্ত হারাকাতুশ শাবাবের ছায়া গভর্নর শাইখ মুসা আরাল (হাফি.) এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, মুজাহিদগণ রাজধানীজুড়ে অপরাধিদের দিরুদ্ধে কিলিং অপারেশন শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত কয়েক ডজন ড্রাগ মাফিয়া, মাদক ব্যবসায়ী, গ্যাং, পতিতা চক্র এবং চাঁদাবাজদের হত্যা ও বন্দী

করেছেন। তাদের মধ্যে এসব অপরাধের নেতৃত্বদানকারী ৩০ সদস্যও রয়েছে। একই সাথে মুজাহিদগণ এসব অপরাধী চক্রের অনেক উৎপাদন কেন্দ্র, গোডাউন এবং গোপন আস্তানা ধ্বংস করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের এই সফল সন্ত্রাসবিরোধী অপারেশনের ফলে এইবছর ৩০ লাখ রাজধানীবাসী একটি সুন্দর, সুস্থ ও নিরাপদ রমাদান উপভোগ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ্।

তিনি আরও বলেন, এই রমাদানকে আরও আরামদায়ক করতে রাজধানীজুড়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কিলিং অপারেশন অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

---

## যে কারণে ইসরাইলে বিক্ষোভ করছে ইহুদিরা!

মুসলিমদের পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে জবর দখল করে গড়ে উঠা ইসরাইলে চলছে কট্টর জায়নবাদী নেতা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিরোধী বিক্ষোভ। গত ১১ মার্চ দেশটিতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ করেছে সেখানকার ইহুদিরা। ইসরাইলের বিচার বিভাগ সংক্রান্ত আইনে বড় রকমের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে নেতানিয়াহু সরকার। মূলত, এই সংস্কারের বিরুদ্ধেই ইহুদিরা এই বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছে।

বর্তমানে ইসরাইলে যে সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, তাকে বলা হচ্ছে ইসরাইলের ইতিহাসে সবচেয়ে উগ্র ডানপন্থী সরকার। তার অংশীদার দলগুলোর মধ্যে আছে অতি উগ্র ডানপন্থী, কট্টর জাতীয়তাবাদী এবং অত্যন্ত গোঁড়া ইহুদি জায়নবাদী রাজনৈতিক দলগুলো।

ক্ষমতায় এসেই এ সরকার ঘোষণা করে যে, অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি নির্মাণ বৃদ্ধি করাই হচ্ছে তাদের প্রথম লক্ষ্য। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর, গাজা এবং পূর্ব জেরুসালেম দখল করে নেয়। তবে, আন্তর্জাতিক আইনে পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি নির্মাণ অবৈধ। এরপরও আন্তর্জাতিক আইনকে পরোয়া না করে এ পর্যন্ত সেখানে পাঁচ লাখ ইহুদি বসতি নির্মাণ করেছে ইসরাইল।

বর্তমানে নেতানিয়াহু সরকারের অঙ্গীকার হচ্ছে, তার দল পশ্চিম তীরকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাইলের অংশ হিসেবে ঘোষণা করবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসরাইলের বিচার বিভাগ। ইসরাইলি আদালত বরাবরই পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি নির্মাণের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে আসছে। তবুও আদালতের রায়কে তোয়াক্কা করেনি ইসরাইলের জায়নবাদী প্রশাসন।

এছাড়াও ইসরাইলি কারাগারে বন্দী ফিলিস্তিনি মুসলিমদের মৃত্যুদণ্ড দিতে ইসরাইলি সংসদে (নেসেট) আইন পাশ করেছে কট্টর জায়নবাদী নেতানিয়াহু সরকার। কিন্তু এখানেও বাধা দিয়েছে ইসরাইলের আদালত। এসব কারণে নেতানিয়াহু সরকার দেশটির বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

নেতানিয়াহুর প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়িত হলে, আদালতের ক্ষমতা মূলত চলে যাবে পার্লামেন্টের সদস্যদের হাতে। সহজ ভাবে বলা যায়, আদালত নেতানিয়াহুর যেসকল প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে বা অসাংবিধানিক বলে মত দিয়েছে, সেগুলোকে পার্লামেন্টের মাধ্যমে পাশ করানোই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। নতুন এ পরিকল্পনায় ইসরাইলের পার্লামেন্ট সদস্যদের ক্ষমতা এমন দাঁড়াবে যে, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সমর্থন পেলেই পার্লামেন্ট সদস্যরা সুপ্রিম কোর্টের যেকোনো সিদ্ধান্ত উল্টে দিতে পারবে।

মূলত পার্লামেন্টের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে পূর্ণ জায়নবাদী রাষ্ট্র নির্মাণের রাস্তা পরিষ্কার করতে চাইছে নেতানিয়াহুর সরকার। পাশাপাশি ইসরাইলে নিজের শাসন ক্ষমতাও চিরস্থায়ী করতে চাচ্ছে নেতানিয়াহু। এ আইন বাস্তবায়িত হলে দেশটির ক্ষমতা পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও পরিবর্তন করতে পারবে তার সরকার। ফলে এই সংস্কারকে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে নেতানিয়াহুর বিরোধীরা।

ফলশ্রুতিতে, ইসরাইলের বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বামপন্থীরা নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করেছে। তাদের দাবি, এ সংস্কারের মাধ্যমে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরো দৃঢ় হবে, পার্লামেন্টের সদস্যদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে, বিচারকদের স্বাধীনতা খর্ব হবে, সরকার ও পার্লামেন্টের কাজের ওপর নজরদারি দুর্বল হবে, সকল প্রকার সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব হবে এবং আরো বেশি দুর্নীতির বিস্তার ঘটবে।

এছাড়াও সম্প্রতি ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক জোড়া লেগেছে। সৌদি-ইরানের এ সম্পর্কোন্নয়নকে নেতানিয়াহু সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে দেখছে ইহুদিরা। তাদের মতে, নিজের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে দেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতির দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছে নেতানিয়াহু। ফলে বৈশ্বিক রাজনীতির দিকে নজর দিতে পারেনি সে। এ কারণেই ইরান-সৌদি আরব সম্পর্ক পুনঃস্থাপন সম্ভব হয়েছে।

মূলত এ সকল ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তথাকথিত গণতন্ত্র কতটা অসাড়। গণতন্ত্রের মাধ্যমে কিভাবে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে কিভাবে বিচার ব্যবস্থাকে পুতুল বানানো যায়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে কিভাবে আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো যায়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে কিভাবে আরেকটি দেশ জবর দখল করা যায়, এ সকল কিছুর প্রতিচ্ছবি হচ্ছে ইসরাইলের বর্তমান প্রেক্ষাপট।

চলমান বিক্ষোভে নেতানিয়াহু হার মানলেও জায়নবাদী আগ্রাসন বন্ধ হবে কি, ফিলিস্তিনিদের ভূমি ফিরিয়ে দেয়া হবে কি? এ বিক্ষোভ আসলে ইহুদিদের নিজেদের স্বার্থের লড়াই, আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লড়াই।

---

তথ্যসূত্র:

--------


1. ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ ইসরায়েলে - https://tinyurl.com/4acxum7u

2. Israeli court rules against illegal settlement - https://tinyurl.com/3zt687mp

3. ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুদণ্ড দিতে ইসরাইলের নতুন আইন- https://tinyurl.com/57va4t77

4. সৌদি-ইরান চুক্তিতে নেতানিয়াহুর ব্যর্থতা দেখছে ইসরাইল - https://tinyurl.com/yt4nxa6j

---

## আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || মার্চ ২য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/03/14/62684/

---

## ভারতে গরুর গোশত বহন করার 'অপরাধে' আরও এক মুসলিমকে খুন

ভারতের বিহার প্রদেশে হিন্দুত্ববাদীদের একটি দল একজন মুসলিম ব্যক্তিকে গরুর গোশত বহন করার 'অপরাধে' প্রকাশ্যে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে। গত ৭ মার্চ প্রদেশটির ছাপরার রসুলপুরে এমন জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে হিন্দুরা। নিহত নসিব কোরেশি, ৪৭, সিওয়ানের হাসানপুরা এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনার সময় নসিব কোরেশির সঙ্গে ছিলেন তার ভাতিজা ফিরোজ কোরেশি। মাকতুব মিডিয়াকে দেয়া এক সাক্ষাতে, ফিরোজ কোরেশি বলেন, বাড়ি ফেরার পথে হিন্দুদের ১০-১৫ জনের একটি দল তাদের ওপর হামলা চালায়।

ঐ হিন্দুত্ববাদীরা নসিব কোরেশিকে লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে মারতে থাকে। ফিরোজ কোরেশি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ফিরোজ কোরেশি দাবি করেন, তিনি নিকটস্থ থানায় গিয়ে অভিযোগ করলে, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং থানা থেকে চলে যেতে বলা হয়।

ফিরোজ বলেন, "কর্তৃপক্ষের আচরণ হিন্দু হামলাকারীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক ছিল। এবং তারা আমাকে চলে যেতে বলে। যখন আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তখন তারা আমাকে গালিগালাজ করে। আমাকে হুমকি দিয়ে বলে 'ওই ব্যক্তিরা তোমাদের ক্ষতি করেনি। তোমরা ক্ষতির যোগ্য'।"

পরবর্তিতে মামলা গ্রহণ করা হয় ও তিন আসামী সুশীল সিং, রবি শাহ এবং উজ্জ্বল শর্মাকে আটক করা হয়েছে। তারাও রসুলপুরের জোগিয়ার বাসিন্দা।

অবশ্য হামলাকারীদের শাস্তি দেয়া হবে কিনা তা নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায় সন্দেহ প্রকাশ করছেন। ইতোপূর্বে এমন অনেক অভিযোগ ও মামলা দায়ের করা হলেও, আসামীরা জামিনে ছাড়া পেয়ে গেছেন সহজেই।

মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের এমন আক্রমণ সম্প্রতি আশংকাজনক হারে বেড়েছে। বিগত কয়েক সপ্তাহে বিহারের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুত্ববাদীদের পিটুনিতে অন্তত ৭ জন মুসলিম হতাহত হয়েছেন। এছাড়াও, গত ৩ মার্চ,

ধরহারওয়া গ্রামে হিন্দুরা একটি মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাড়িঘর লুট করে কয়েকটিতে বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

এদিকে, গরুর গোশত বহনের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশেও একজন মুসলিম যুবককে নির্মমভাবে মারধর করে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দলের কর্মীরা। গত ৭ মার্চ মথুরায় ঘটেছে এ ঘটনাটি।

বজরং দলের কর্মীরা এবং কথিত গো-রক্ষকরা গরুর গোশত বহন করার সন্দেহে সালাহউদ্দিন নামে একজন মুসলিম যুবকের গাড়ি থামিয়ে নির্দয়ভাবে মারধর শুরু করে। সালাহউদ্দিনকে মারধরের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

অথচ, স্থানীয় গোবিন্দনগর পুলিশ উলটো সালাউদ্দিনকেই গ্রেফতার করেছে। যদিও উদ্ধারকৃত গোশতগুলো কিসের গোশত- সেটি তারা নিশ্চিত বলতে পারেনি।

ভারতে মুসলিমদের নিরাপত্তা এতটা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শুধুমাত্র সন্দেহের বশে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদেরকে প্রকাশ্যে পেটাচ্ছে, কুপিয়ে হত্যা পর্যন্ত করছে। ভারতীয় প্রশাসন উলটো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হিন্দুত্ববাদীদের সহায়তা ও নিরাপত্তা দিচ্ছে।

---

**তথ্যসূত্র:**

--------

**1.** Muslim man beaten to death by Hindu nationalists in Bihar - https://tinyurl.com/2p92mpxs

**2.** 2nd week, four mob lynchings – https://tinyurl.com/5zzxm2r6

**3.** Bihar: Lynched Muslim man, injured booked for theft, families allege foul play, police forms SIT as protest erupts – https://tinyurl.com/ms4esu9x

**4.** मथुरा: बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोमांस ले जाने का आरोप लगाकर मुस्लिम युवक को बेरहमी से पीटा - https://tinyurl.com/2x96k25j

---

## ১৩ই মার্চ, ২০২৩

### সোমালিয়ায় শাবাবের দুর্দান্ত অভিযানে ২টি ঘাঁটি বিজয়সহ অন্তত ৬৮ সেনা হতাহত

সোমালিয়ায় পশ্চিমা সমর্থিত বাহিনীর বিরুদ্ধে গত ৭-৯ মার্চের মধ্যে অন্তত ১৮টি সামরিক অভিযান পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এসব অভিযানের ৭টিতেই সোমালি বাহিনীর কমপক্ষে ৬৮ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এর মধ্যে ৭ মার্চ কিসমায়ো অঞ্চলের বারসাঙ্গুনি এলাকায় সোমালি বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে রেইড করেন মুজাহিদগণ। অভিযানে সোমালি বাহিনীর অন্তত ৫ সেনা নিহত এবং আরও ৪ সেনা সদস্য আহত হয়।

এদিন উক্ত অঞ্চলের ইউনটুই এলাকায় সোমালি বাহিনীর একটি কনভয়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে অন্তত ৮ সেনা নিহত হয় এবং অন্যরা আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়।

এমনিভাবে কিসমায়ো অঞ্চলের জিসর-তারিক ও সিনক্লেয়ার এলাকায় সোমালি বাহিনীর ২টি ঘাঁটিতে অতর্কিত অভিযান চালান মুজাহিদগণ। সংক্ষিপ্ত লড়াই শেষে মুজাহিদগণ উভয় ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেন এবং অসংখ্য অস্ত্র গনিমত লাভ করেন। এসময় মুজাহিদদের হাতে অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়, যাদের মাঝে ৩ সেনার মৃতদেহ ঘাঁটিতে ফেলে রেখেই পালিয়ে যায় অন্যান্য সোমালি সেনারা।

গত ৭ মার্চ একই অঞ্চলে সোমালি বাহিনীকে সাহায্যের জন্য বের হওয়া আরও একটি কনভয় টার্গেট করে পরপর কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে কয়েকটি সাঁজোয়া যান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অন্তত ৯ সৈন্য নিহত হয়, একই সাথে আরও ১০ সেনা সদস্য আহত হয়।

এদিকে গত ৯ মার্চ দুপুরে হিরান রাজ্যে সোমালি বাহিনীর একটি সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে ২টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে সোমালি সামরিক বাহিনীর ৩ সদস্য নিহত এবং আরও ৯ সদস্য আহত হয়।

এদিন দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে রাজ্যের বাইদাওয়ে শহরেও সামরিক বাহিনীর অবস্থানে সফল বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এই হামলায় সোমালি সরকারি বাহিনীর ৫ সদস্য নিহত এবং আরও ৬ সদস্য আহত হয়।

অপরদিকে জুবা রাজ্যের জালাজদুদ শহরে অবস্থিত সোমালি বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে সফল মর্টার ছোড়েন মুজাহিদগণ। যার ফলশ্রুতিতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ৬ সৈন্য হতাহত হয়।

---

## বিহারে হিন্দুদের হোলি উৎসবে দুই নাবালিকা মুসলিমাকে ধর্ষণ

ভারতের বিহারে হিন্দুদের হোলি উৎসবে হিন্দু সরপঞ্চের ছেলে ও তার বন্ধুরা মিলে দুই নাবালিকা মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করে।

গত ৮ মার্চ বুধবার অন্যদের সাথে হোলি উৎসব দেখতে গিয়েছিল ৬ এবং ৭ বছর বয়সী দুই নাবালিকা মুসলিম মেয়ে। ঐ নাবালিকা মুসলিমরা যখন সাহেবপুর কমলের পাঁচদির চকের কাছে একটি স্কুলে খেলছিল, তখন মাহাতো ওরফে রাজ কুমার এবং তার বন্ধুরা মিলে দুই মেয়েকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

https://twitter.com/HateDetectors/status/1633530787185451008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1633530787185451008%7Ctwgr%5E730e8a4c35fab18bf1925e763b4b277fd6f9d7c5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmaktoobmedia.com%2Findia%2Fbihar-villagers-protest-as-two-minor-muslim-girls-sexually-assaulted-by-men-celebrating-holi%2F

উল্লেখ্য, হিন্দুদের চক্রান্তের অন্যতম একটি জঘন্য কাজ হলো মুসলিম নারীদেরকে ধর্ষণ করা, মুসলিম নারীদের পবিত্রতা নস্ট করা, তাদের গর্ভে হিন্দুদের সন্তান জন্ম দেওয়া। আর এটাকে তারা নামকরণ করেছে ভাগওয়া জিহাদ। তাদের দাবি এর মাধ্যম তারা মুসলিমদের কথিত লাভ জিহাদের প্রতিরোধ করবে। ফলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মুসলিম নারীদের ধর্ষণের ঘটনা।

তাদের জঘন্য কার্যক্রম বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ছে। হিন্দু পরিচয় গোপন করে তারা মুসলিম নারীদের কে বিবাহ করে পালিয়ে যায়।এবং মুসলিম নারীদের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রচারণা চালায়।

**তথ্যসূত্র:**

--------

**1.** Bihar: Villagers protest as two minor Muslim girls sexually assaulted by men celebrating Holi - https://tinyurl.com/7xmsb2p

---

## ইসরাইলি নাগরিকের গুলিতে ফিলিস্তিনি মুসলিম খুন

ফের উপনিবেশবাদী ইসরাইলি ইহুদির গুলিতে এক ফিলিস্তিনি মুসলিম নিহত হয়েছেন। ২১ বছর বয়সী নিহত ফিলিস্তিনির নাম আব্দুল কারীম শেখ। অবৈধ ইসরাইলি বসতির পাশ দিয়ে চলাচলের সময় বিদ্বেষবশত মুসলিম যুবককে গুলি করে হত্যা করে ঐ ইহুদি।

গত ১০ মার্চ অধিকৃত পশ্চিম তীরের কালকিলিয়া শহরের দখলকৃত একটি ইহুদি বসতির পাশে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ইহুদি নাগরিককে গ্রেফতার না করে উল্টো নিহত মুসলিমের বাড়িতে অভিযান ও লুটপাট চালিয়েছে ইসরাইলি সেনারা।

পশ্চিম তীরে নিজেদের দখলদারিত্ব শক্তিশালী করার জন্য বেশ কিছু সন্ত্রাসী পদক্ষেপ নিয়েছে ইসরাইল। এর মধ্যে রয়েছে ইসরাইলি ইহুদি নাগরিকদের অস্ত্র রাখার সহজ নিয়ম-নীতি ও বিশেষ সুবিধা প্রদান। এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর চড়াও হতে পারে ইহুদিরা। গত জানুয়ারিতে ইহুদিদের অস্ত্র দেয়ার ব্যাপারে এম একটি নির্দেশনা দিয়েছিল ইসরাইলি সরকার। এরপর থেকেই ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর পূর্বের তুলনায় বহুগুন বৃদ্ধি পায় ইহুদিদের হামলা।

এমনকি অতি সম্প্রতি ইহুদি নাগরিকদের এক রাতের ভয়াবহ তাণ্ডবে ৪০০ ফিলিস্তিনি হতাহত হয়েছিল। সে সময় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ফিলিস্তিনিদের ১০ হাজার বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গাড়ি।

এছাড়াও একই দিনে কালকিলিয়ায় ইসরাইলি সেনাবাহিনীর গুলিতে অন্য আরেক ফিলিস্তিনি কিশোরও নিহত হয়েছেন।

জানা যায়, ঐ দিন বিকেল বেলা ইসরাইলি সেনারা শহরের অভিযান চালায়। এ সময় নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিরা পাথর নিক্ষেপ করে ইসরাইলি সেনাদের সাথে সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় ইসরাইলি সেনাদের ছোঁড়া গুলিতে নিহত হন তিনি।

**তথ্যসূত্র:**

-------

**1.** Israeli settler kills Palestinian youth outside illegal settlement of Ma'ale Shomron - https://tinyurl.com/382hkt97

**2.** Palestinian boy shot, killed by Israeli forces in Qalqilya - https://tinyurl.com/bd9f9tzc

---

## মালিতে আল-কায়েদার সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে ৬২ আইএস সদস্য নিহত

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পশ্চিম আফ্রিকায় আইএস ও ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার মাঝে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। এরমধ্যে ১ মার্চ তারিখে জেএনআইএম মুজাহিদিনের এক অভিযানেই কমপক্ষে ৬০ জন আইএস সদস্য নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১ মার্চ মালির মেনাকা রাজ্যের কারনাকাবু এলাকায় উক্ত অভিযানের ঘটনাটি ঘটে। এলাকাটিতে আইএস সদস্যরা বেশ কিছুদিন ধরেই সাধারণ মানুষের দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ ও গবাদিপশু চুরি এবং সাধারণ জনগণকে হয়রানি করে আসছিল।

আইএসের এমন সব হীন কর্মকাণ্ডে উক্ত এলাকার জনসাধারণের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে পড়েছিল। ফলশ্রুতিতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) উক্ত এলাকায় আইএস সন্ত্রাসীদের দমনে উক্ত অভিযানটি পরিচালনা করেন, যা একসময় তীব্র যুদ্ধের আকার ধারণ করে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, 'জেএনআইএম' মুজাহিদিনের এই অভিযানে আইএসের অন্তত ৬০ সদস্য নিহত হয়েছে এবং বাকিরা পালিয়ে গেছে। তবে অভিযানের সময় ১০ জন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

এই হামলার একদিন আগে অর্থাৎ গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখেও, 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন ইনকেডিয়ান এলাকায় আইএসের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করছেন। ঐ অভিযানে মুজাহিদগণ আইএস কর্তৃক লুণ্ঠিত জনগণের পশুসম্পদ উদ্ধার করতে সক্ষম হন। এসময়ে আইএস লুটেরাদের মধ্যে ২ সদস্যকে মুজাহিদগণ হত্যা করতে সক্ষম হন আলহামদুলিল্লাহ্।

উল্লেখ্য যে, পশ্চিম আফ্রিকায় আইএস সদস্যরা জনবল ও আর্থিক সহায়তা না পেয়ে জনগণের সম্পদ ও গবাদিপশু চুরির করার পথ ধরেছে। আর এই লুটেরা-চোরদের শায়েস্তা করতে এবং জনগণের জান-মাল হেফাজত করতে মাঝেমাঝেই অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

---

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/03/13/62651/

---

## ১২ই মার্চ, ২০২৩

### কাশী ও মথুরাতেও কি বাবরির মতই মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানো হবে?

এবারে ভারতের কাশী ও মথুরাতেও বাবরির মতো মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানোর ঘোষণা দিয়েছে কর্ণাটকের গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী কেএস ঈশ্বরাপ্পা। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতার জন্য কুখ্যাত এই মন্ত্রী আবারও ভাইরাল হয়েছেন এই ঘোষণা দিয়ে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিজেপি বিধায়ক কেএস ঈশ্বরাপ্পা বলেছে, ‘মোদি ২০২৪ সালে আবার প্রধানমন্ত্রী হবে। মথুরা এবং কাশীতে মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল, সেই মসজিদগুলিও বাবরি মসজিদের মতই ধ্বংস করা হবে। সেখানেও অযোধ্যার মতই মন্দির পুনর্নির্মাণ করা হবে।’

হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব্যবহার করে মুঘল আমলে নির্মিত মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে রাম মন্দির নির্মাণ করছে ভারতীয় প্রশাসন। প্রথমে, হিন্দু ধর্মগুরুদের উসকানিতে এক দল উগ্র হিন্দু বাবরি মসজিদকে শহীদ করে দেয়। তারপর সরকারি ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে আদালতের মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠিত প্রমাণের বিরুদ্ধে গিয়ে বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের ঘোষণা দেয় মোদি সরকার।

কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসেবে সমালোচিত রাজনৈতিক দল বিজেপি ২০১৯ সালের নির্বাচনী ইশতিহারে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল যে, বিজেপি ক্ষমতায় গেলে রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে। তাদের ইশতেহারে বলা হয়েছিল, বিজেপি ফের ক্ষমতায় এলে সংবিধান অনুসারেই অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প করা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো এখন ভারতের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী মসজিদ ও স্থাপনাগুলোর দিকে নজর দিচ্ছে, প্রকাশ্যে হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। রাম রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক রূপ কেমন হবে সেটাও প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে তারা।

ভারতকে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার আশা ব্যক্ত করে কর্ণাটকের বিজেপি বিধায়ক কেএস ঈশ্বরাপ্পা কিছুদিন আগে বলেছিল, ‘ভবিষ্যতে গেরুয়া পতাকাই হবে দেশের (ভারতের) জাতীয় পতাকা।’

এই বিজেপি মন্ত্রী আরও বলেছে, ‘ভবিষ্যতে এদেশে হিন্দু ধর্মের উত্থান হবে। সেই সময় আমরা লাল কেল্লায় তা (গেরুয়া পতাকা) উত্তোলন করব।... এখন না হলেও ভবিষ্যতে লাল কেল্লায় গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করা হবেই।’

নরেন্দ্র মোদির বিজেপি, আরএসএস, ভিএইচপি এবং সমমনা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর এমন প্রকাশ্য ঘোষণা এবং রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব্যবহার করে ভারত থেকে ইসলামের নিদর্শনসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রচেষ্টা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, সামনে ভারতীয় মুসলিমদের জন্য কেমন পরিণতি অপেক্ষা করছে। একদিকে ভারতের হিন্দুত্ববাদী নেতাকর্মী আর ধর্মগুরুরা একেরপর এক মুসলিম বিদ্বেষী ইস্যু তৈরী করে মেরুকরণ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রকাশ্য রাষ্ট্রীয় সহায়তায় রাম মন্দির নির্মাণ, মাদ্রাসা ধ্বংস, মুসলিম বসতি উচ্ছেদ, এনআরসি, CAAB এর মতো ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী কার্যক্রম চলছে।

তথ্যসূত্র:

-------

1. In line with the approaching Karnataka polls, BJP MLA KS Eshwarappa gives anti-Muslim speech. - https://tinyurl.com/bdhw4cpm

2. ভবিষ্যতে গেরুয়াই ভারতের জাতীয় পতাকা হতে পারে : বিজেপি মন্ত্রী – https://tinyurl.com/db3sptrr

---

## মুসলিম যুবকের উপর হামলার দাম্ভিক স্বীকারোক্তি হিন্দু নেত্রীর

ভারতে বিচারহীনতার মুল্লুকে মুসলিমদের উপর হিন্দুদের হামলার ঘটনা বেড়েই চলেছে। এবার শাহরুখ খান নামে একজন মুসলিম যুবককে হিন্দু জনতা প্রথমে গালিগালাজ করে এবং পরে মাথা ন্যাড়া করে করে দেয়। পরে তাকে নির্মমভাবে মারধোর করে ও নির্যাতন চালায়। গত ৬ জানুয়ারী, সোমবার উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে এ ঘটনা ঘটে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, হিন্দু জনতা মিথ্যা চুরির অভিযোগে মুসলিম যুবককে গালিগালাজ ও টর্চার করছে। শাহরুখ খানকে হামলাকারীদের কাছে সাহায্য চাইতে ও মারধোর না করার অনুরোধ করতে দেখা যায়। তবে তার করুন মিনতি তাদের পাষাণ মন গলেনি। তারা তার মাথা কামিয়ে ন্যাড়া করে দেয়।

মুসলিম যুবকের উপর নৃশংস হামলার দাম্ভিক স্বীকারোক্তি দিয়ে উক্ত হামলার ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করেছে কথিত হিন্দু নেত্রী আস্থা মা। সে স্বঘোষিত মহিলা হিন্দু ধর্মীয় নেত্রী এবং 'উত্তিস্থ ভারত'-এর জাতীয় সভাপতি। ফেসবুকে ধর্মীয় সংগঠনের বর্ণনায় লেখা আছে: “হে হিন্দু ভাইয়েরা! ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমি একটি স্ব-পদার্থী ‘হিন্দু জাতি’। তার ফেসবুক পেজের 2.6 K ফলোয়ার রয়েছে।

আস্থা মা তার ফেসবুক পেজে হিন্দিতে যে কথা লিখেছে, তার অর্থ হলো: “আজ, একজন শাহরুখ খান ধরা পড়েছে; তার পকেটে একটি ক্ষুর ছিল, যা নাপিত ব্যবহার করে। তাকে মারধর করা হয়েছে। আমার পরামর্শে তার মাথাও ন্যাড়া করা হয়েছে। এটাই তার উপযুক্ত পাওনা। তোমরা কি আমাকে অভিনন্দন জানাবে না?

আস্থা মা তার ফেসবুক পোস্টে ঘটনার দায় স্বীকার করার পরেও তার বিরুদ্ধে কোনও মামলা কিংবা বিচার হবে না। এ আস্থা মা- আগেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উসকে দিয়েছিল, তখনও কোন বিচার হয়নি।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তার আরেকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে তাকে মঙ্গোলপুরিতে রিংকু শর্মা হত্যার অভিযোগে মুসলিমদের বাড়ি ভাঙচুর করতে এবং হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে দেখা যায়। সেই ভিডিওটি এখনও ইউটিউবে পাওয়া যায়। সোস্যাল মিডিয়ায় তার ভক্ত ও প্রচুর সমর্থক রয়েছে। ফলে তার প্রেপাগান্ডা মূহুর্তেই ছড়িয়ে যায়।

হিন্দু নেত্রী আস্থা মায়ের ফেসবুক পেজের স্ক্রিনশটগুলিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বেশ কিছু লোক গাজিয়াবাদ পুলিশের কাছে জবাবদিহিতা এবং ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Female Hindutva Leader Claims Brutal Assault on Muslim Youth in Ghaziabad - https://tinyurl.com/ya28zj7c

---

## নাইজারে সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার হামলা: ঘাঁটি ও এলাকা বিজয়

পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রেখেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধার, যার ফলে এখানকার যুদ্ধ-পরিস্থিতি দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে।

সম্প্রতি নাইজারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেও নতুন করে অভিযান চালিয়েছেন জেএনআইএমের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ মার্চ নাইজারের তোরোদি অঞ্চলের মাকালন্দি বসতির কাছে নাইজার সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে রেইড দেন মুজাহিদগণ।

স্থানীয় সূত্রটির বিবরণে বলা হয়েছে যে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যোদ্ধারা উক্ত অভিযানটি চালিয়েছেন। তাঁরা শত্রুঘাঁটি ঘিরে তীব্র হামলা চালানো শুরু করলে নাইজার সৈন্যরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাকা ও ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর আল-কায়েদা যোদ্ধারা ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন এবং এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নেন।

পরে জেএনআইএম অভিযানের দায় স্বীকার করে একটি বিবৃতি জারি করে। এতে জানানো হয় যে, ঘাঁটি থেকে মুজাহিদিন ৪৭টি মাঝারি ক্যালিবারের অস্ত্র ও ৩টি ভারি অস্ত্র এবং ২৬টি পিস্তল সহ প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ জব্দ করেছেন। তবে এই হামলায় কত নাইজার সৈন্য নিহত বা আহত হয়েছে তা বলা হয় নি।

https://alfirdaws.org/2023/03/12/62635/

---

## স্পেশাল ফোর্সের ঘাঁটিতে শাবাবের দুঃসাহসী হামলা: নিহত ৮৯ শত্রুসেনা, গণিমত ২০টি যুদ্ধযান

সোমালিয়ায় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব ও পশ্চিমা সমর্থিত সোমালিয়ান বাহিনীর মাঝে পুরোদমে সংঘর্ষ চলছে। ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমা সমর্থিত সরকার নতুন করে ব্যাপক যুদ্ধের ঘোষণা দিলেও, যুদ্ধের ময়দানের পাকা খেলোয়াড় হিসাবে দেখা যাচ্ছে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবকে। তাদের আক্রমণে গুড়িয়ে যাচ্ছে সোমালি বাহিনীর সকল রণকৌশল, ফলে একের পর এক ঘাঁটি ও শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে সোমালি বাহিনী।

এরই মাঝে সম্প্রতি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শাবাবের দুঃসাহসী এক অভিযানে কয়েক ডজন সোমালি সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ৭ মার্চ ভোরে দুর্দান্ত এই অভিযানটি পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা পূর্ব-আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ। হামলাটি জুবা রাজ্যের গানাই আবদি এলাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়।

অভিযানটি শুরু হয় ঘাঁটির প্রবেশপথে একটি শক্তিশালী গাড়িবোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে। এরপর আশ-শাবাব যোদ্ধারা ঘাঁটিতে প্রবেশ করতে শুরু করেন এবং মোগাদিশু প্রশাসনিক বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। কয়েক ঘণ্টার তীব্র লড়াইয়ের পর ঘাঁটিটি আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে কয়েক ডজন সোমালি সেনা নিহত এবং অসংখ্য সৈন্য আহত হয়েছে। সেই সাথে ঘাঁটিতে থাকা সমস্ত সামরিক যান এবং সেনাদের রেখে যাওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেছে আশ-শাবাব।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের সামরিক মুখপাত্র শাইখ আবদুল আজিজ আবু মুস'আব (হাফি.) এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, মুজাহিদদের উক্ত অপারেশনে সোমালি সামরিক বাহিনীর ৩ কর্মকর্তা সহ অন্তত ৮৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদগণ ২০টি সাঁজোয়া যান জব্দ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ভারী অস্ত্রযুক্ত গাড়ি ও মাঝারি অস্ত্র বোঝাই কয়েকটি যানবাহন। এছাড়াও মুজাহিদগণ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেছেন।

দুর্দান্ত এই সফল অভিযান শেষে হারাকাতুশ শাবাব কর্তৃক একটি ফটো রিপোর্ট ও ভিডিও রিলিজ করা হয়। এতে মুজাহিদিন কর্তৃক বেশ কিছু সেনাকে বন্দী করতেও দেখা গেছে। সেই সাথে সোমালি বাহিনী কর্তৃক সামরিক ঘাঁটির নিরাপত্তার জন্য চতুর্দিকে পরিখা খনন ও উঁচু উঁচু মোর্চা তৈরি করে রাখতেও দেখা গেছে।

---

## ইয়েমেনে মার্কিন বিমান হামলায় আল-কায়েদার মিডিয়া প্রধানের শাহাদাত বরণ

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক ইয়েমেনি শাখা নিশ্চিত করেছে যে, সম্প্রতি ইয়েমেনের মারিব প্রদেশে মার্কিন বিমান হামলায় গ্রুপটির মিডিয়া প্রধানসহ ২জন মুজাহিদ শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১ মার্চ ইয়েমেনের মারিব রাজ্যের আল-হুসেন অঞ্চলে একটি বাড়ি লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এতে ঐ বাড়িতে থাকা দু'জন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

এই হামলার পর আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে উক্ত হামলা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি জারি করা হয়। সামাজিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রচারিত বিবৃতিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত উক্ত বিমান হামলায় শাইখ আবু আবদুল আজিজ আদনানি (হামাদ বিন হামুদ আত-তামিমি) শাহাদাত বরণ করেছেন।

জানা যায় যে, শাইখ হামাদ বিন হামুদ রহি. সৌদির আত-তামিম গোত্রের বাসিন্দা, যাকে ইয়েমেনে আল-কায়েদার মিডিয়া প্রধান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, উক্ত হামলায় মিডিয়া প্রধান আত-তামিমির সাথে একই বাড়িতে অবস্থান নেওয়া আরও একজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন।

এই হামলার মাত্র ২দিন আগে অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যটির আবিদা উপত্যকায় একটি ড্রোন হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র, যাতে আল-কায়েদার একজন মুজাহিদ আহত হলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান। যদিও আহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায় নি।

একই প্রদেশের উবায়দা উপত্যকায় গত ৩০ জানুয়ারি একটি গাড়ি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই হামলাতেও আল-কায়েদার গুরত্বপূর্ণ একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ও একজন ফিল্ড কমান্ডার সহ ৩ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।

ইয়েমেনে, ২০১৫ সাল থেকে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। এসময় সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনী হুথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ঘোষণার পরেও এই জোট বাহিনী আল-কায়েদাকেই তাদের হামলার প্রধান টার্গেটে পরিণত করে, যার ফলে দীর্ঘ ৮ বছরের চলমান যুদ্ধ সত্ত্বেও ইরান সমর্থিত হুতিদের থেকে রাজধানী সহ দেশের গুরত্বপূর্ণ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি তারা।

বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিলে কথিত আরব জোট আল-কায়েদার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা ও সামরিক অভিযান চালায়। আর তাদের গোয়েন্দা সহায়তার ফলে অব্যাহত দীর্ঘ এই যুদ্ধের সময় মার্কিন ড্রোন ও বিমান হামলায় আল কায়েদার অনেক সিনিয়র ব্যক্তিত্ব শাহাদাত বরণ করেছেন।

---

## বিহারে মসজিদে আগুন, মুসলিমদের বাড়িঘর লুট

ভারতের বিহারে হিন্দুরা এক জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে। গত ৩ মার্চ ধরহারওয়া গ্রামে হিন্দুরা মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়েছে, মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছি এবং মুসলিমদের অসংখ্য বাড়িঘরে লুটপাট চলিয়ে কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। হিন্দুদের সহিংসতায় অন্তত ৫ জন মুসলিম গুরুতর আহত হয়েছেন।

ধরহারওয়া গ্রামটি সীতামারহি জেলার ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছে অবস্থিত পারিহার থানার অন্তর্গত। স্থানীয়রা মাকতুব মিডিয়াকে জানিয়েছেন, উত্তেজনা ও হামলার মূল কারণ হিন্দুদের "নঙবহা যজ্ঞ" নামে নয় দিনের ধর্মীয়

শোভাযাত্রার ব্যবহৃত লাউডস্পিকারগুলি অনুমোদিত দিনের পরেও উচ্চ আওয়াজে বাজানো হচ্ছিল। পরে পুলিশ জোরপূর্বক তা বন্ধ করে দেয়।

পুলিশি পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরা মুসলিমদের মসজিদ ও বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাট চালায়। হিন্দুরা অভিযোগ তুলে মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দিয়েছে।

“ধারহারওয়া গ্রামে মাত্র ২% মুসলিম এবং মসজিদের কাছে মুসলমানদের মাত্র ১৪টি বাড়ি রয়েছে। একজন বাসিন্দা ইরশাদ আহমেদ বলেন, “জয় শ্রী রাম স্লোগান দিয়ে অন্তত ২০০ লোকের একটি দল তাদের হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে মসজিদটিকে ঘিরে ফেলে। পরে মসজিদটি জ্বালিয়ে দেয়। এবং মসজিদের কাছে কয়েকটি মুসলিম বাড়ি লুট ও পুড়িয়ে দিয়েছে তারা। এমনিভাবে, উগ্র জনতা কামরুদ্দিন আনসারির পোল্ট্রি ফার্মও লুট করে, যেখানে ১৬ কুইন্টাল মুরগি ছিল।

তিনি আরও বলেন, উত্তেজিত হিন্দু জনতা একটি মাজারেও ভাঙচুর করে। “তারা দরজা ভেঙে মাজারে প্রবেশ করে। হামলার পরে আমরা কুরআনুল কারীমকে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি।

ইরশাদ আহমেদ অভিযোগ করেছেন যে ঘটনাটি প্রাক্তন বিধায়ক রাম নরেশ যাদব এবং বিজেপি বিধায়ক গায়ত্রী দেবী পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঘটিয়েছে। “তারা আমাদের কণ্ঠরোধ করতে চায়। আমাদের উপর যা ঘটেছে তা কেউ তুলে ধরেনি। এমনকি প্রশাসন আমাদের এ বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করেছে। এআইএমআইএমের জেলা আহ্বায়ক নাজরে আলমও বিজেপি বিধায়ককে এ ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন।

জনাব নাজরে আলম বলেন, “পুলিশ স্টেশন তাদের নির্দিষ্ট দিনের জন্য লাউডস্পিকার বাজানোর অনুমতি দিয়েছিল। পুলিশ বাধা দিলে এটা হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করে এবং তারা লাউডস্পিকারে আজান নিয়ে অযথা বিতর্ক শুরু করে।

তিনি মাকতুব মিডিয়াকে জানান যে উগ্র জনতা মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের উপরও হামলা করেছে। হাজি সেলিম নামে এক ব্যক্তিও হামলার শিকার হন।

জনাব নাজরে আলম আরো বলেছেন, প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক রাম নরেশ যাদব একটি সভা ডেকেছে এবং লাউডস্পিকারে পুলিশের হস্তক্ষেপের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে দায়ী করেছে। “এখন তারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক পদক্ষেপের অভিযোগ করছে।

তথ্যসূত্র:

------

1. Bihar: Muslims attacked for crackdown on loudspeakers at Hindu procession https://tinyurl.com/4x38wun8

## ১০ই মার্চ, ২০২৩

### বিহারে দুই সপ্তাহের ব্যবধানে চার স্থানে মুসলিমদের উপর হামলা

ভারতের বিহার রাজ্যে গত ২ সপ্তাহে চার স্থানে মুসলিমদের উপর হামলা ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিহারের গয়াতে হিন্দু জনতা "চুরির সন্দেহে" মোহাম্মদ বাবর, সাজিদ এবং রখমুদ্দিন নামে তিনজন মুসলিম যুবককে নির্মমভাবে মারধর করে; এরমধ্যে পিটিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে খুন করে অপর একজন মুসলিমকে। আর বাকি দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রাখে তারা। নিহতদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন যে, এটি একটি "টার্গেটেড কিলিং"এর ঘটনা ছিল।

এ ঘটনার পর এক সপ্তাহের ব্যবধানে বিহারে আরও একজন মুসলিমকে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটে। বিহারের পূর্ব চম্পারন জেলার মিরপুর গ্রামের মালিয়া টোলার বাসিন্দা আব্বাস আনসারিকে হিন্দু জনতা পিটিয়ে হত্যা করেছে। গত দুই সপ্তাহে, বিহারের চারটি জেলা (গয়া, রাক্সৌল, সমষ্টিপুর, পূর্ব চম্পারণ) থেকে হামলা ও মারধরের এই খবরগুলো পাওয়া গেছে।

রাক্সৌলে হিন্দু জনতা আনসারুল শেখ নামে একজন বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তিকে গরুর মাংস বহন করার অভিযোগে মারধর করে হিন্দু জনতা। মারধরের জন্য হিন্দুদের বিচারের পরিবর্তে আনসারুল শেখের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং তাকে আটক করে হয়রানি করা হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি, মুহাম্মদ ফাইয়াজ নামে এক মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিবন্ধী মুসলিম যুবককে সমষ্টিপুরে হিন্দু জনতা পিটিয়ে হত্যা করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিমদের উপর হামলার এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলেও,ভারতীয় প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয় নি।

২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে বিহারের জনসংখ্যার ১৬.৯% মুসলিম। হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় কারণে-অকারণেই তারা মুসলিমদের উপর হামলা চালায়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত বিহারেও পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে মুসলিমদের হতাহত করার ঘটনা। এসব ঘটনা মুসলিম গণহত্যার হুমকিকে দিন দিন আরও জোরালো করে তুলছে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. 2nd week, four mob lynchings - https://tinyurl.com/5zzxm2r6

**2.** Bihar: Lynched Muslim man, injured booked for theft, families allege foul play, police forms SIT as protest erupts – https://tinyurl.com/ms4esu9x

**3.** video: - https://tinyurl.com/4xpmcmzh

---

## মুসলিম গণহত্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আলোচনার দাবি হিন্দু ধর্মগুরুর

কঠোর মুসলিম বিদ্বেষী ঘোষণা এবং বির্তকিত মন্তব্য করে প্রায়ই সমালোচিত হয় হিন্দু পুরোহিত জগদগুরু পরমহংস আচার্য মহারাজ। এবার সে 'কীভাবে সমস্ত মুসলমানকে ভারত থেকে নির্মূল করা উচিত' সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আলোচনার দাবি করেছে।

হিন্দুত্বওয়াচ-এর টুইটার হ্যান্ডেলে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে, তাকে একজন সংবাদ প্রতিবেদকের সাথে কথা বলতে দেখা যায়, যেখানে সে স্পষ্টভাবে বিবৃতি দিচ্ছে যে, ভারতে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকার কোন অবকাশ নেই। অবশ্যই সমস্ত মুসলিমদের হত্যা করা উচিত। এটাই তাদের নায্য পাওনা।

সে আরও বলেছে যে ভারতকে শীঘ্রই একটি হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে। এবং সর্ব-হিন্দু রাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এমন এক ব্যক্তি হবে, যে ভগওয়া-পরা (গেরুয়া-পরিহিত) গুরু হবে, এবং তাকে অবশ্যই সমস্ত জিহাদিদের (মুসলিমদের) নির্মূল করতে হবে, এবং ভারত থেকে সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করতে হতে।

কথিত জগদগুরু পরমহংস আচার্য মহারাজ প্রধানমন্ত্রী মোদির সাথে মুসলমানদের জাতিগত নির্মূল নিয়ে আলোচনা করেছে। এবং মোদিকে সে অনুরোধ করেছিল যে তাকে অবশ্যই এক ঘন্টার জন্য ভারতের শাসনভার দিতে হবে। সে বলেছিল,"আমি এই এক ঘন্টার মধ্যে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করব(অর্থাৎ যারা হিন্দু নয় তাদের উচ্ছেদ করব)"।

সে আরও বলেছে, আমি মোদীজিকে পরামর্শ দিয়েছি যে, সমস্ত 'জিহাদিদের' নির্মূল করার সেরা দিন শুক্রবার। যখন মোদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে কেন সেদিন। তখন আমি জানিয়েছি "কারণ আমি এমন সব স্পট জানি যেখানে শুক্রবারে তাদের পাওয়া যায়। তাই সহজেই নির্মূল করা যাবে।"

উল্লেখ্য, মুসলিমরা শুক্রবারে জুমার সালাত আদায় করার জন্য কেন্দ্রীয় মসজিদগুলোতে একত্রিত হন। এই পুরোহিত কতটা জঘন্যভাবে জুমার সালাতে মুসলিমদের নির্মূল করার পরামর্শ দিয়েছে।

এছাড়া মুসলিমদের জান্নাতে যাওয়ার আশাকে সে ব্যঙ্গ করে বলেছে, 'জিহাদিদের' একেবারে নির্মূল করে 'স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে চাই। তারা সব সময় স্বর্গে যাওয়া আশা করে। এর ফলে সরাসরি তাদের প্রিয় স্বর্গে পাঠানোর একটি সমাধানও হয়ে যাবে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

**1.** I have discussed the genocide of Muslims with PM Modi, claims a Hindu priest!
- https://tinyurl.com/mr35rvw7

---

## পবিত্র রমজান মাসে মুসল্লিদের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে সৌদি সরকার

মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ও মর্যাদার মাস মাহে রমাদান, যার জন্য মুসলিমরা অধির আগ্রহভরে অপেক্ষা করে মাসের পর মাস। মুসলিমদের দীর্ঘ এক বছরের প্রতীক্ষার পর কাঙ্ক্ষিত এই বরকতময় মাস শুরুর আর কয়েকদিন মাত্র বাকী।

এরই মধ্যে পবিত্র এই মাসের ইবাদতকে ঘিরে বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছে সৌদি আরব সরকার। এসব বিধি নিষেধের মধ্যে রয়েছে মসজিদে মাইকের সাউন্ড কমানো ও ইতিকাফকারীদের ওপর নজরদারি, তারাবিহ

নামাজের দৃশ্য ধারণ ও সম্প্রচারের ওপর নিষেধজ্ঞা।গত ৩ মার্চ সৌদি আরবের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ শেখ এক বিবৃতিতে রমাদান মাসকে ঘিরে দশটি পয়েন্ট সংবলিত আদেশনামা জারি করে। আদেশগুলো সেদেশের সবাইকে মেনে চলতে হবে বলে বিবৃতিতে বলা হয়।

সৌদি ধর্ম মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতি- ছবি:টুইটার।

আদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'ইমাম ও মুয়াজ্জিন খুব প্রয়োজন ব্যতীত অনুপস্থিত থাকবে না, তারাবিহ নামাজ দীর্ঘায়িত করা যাবে না, রমজানের শেষ দশ দিন তাহাজ্জুদ নামাজ ফজর নামাজের অনেক আগেই শেষ করতে হবে। নামাজের সময় ক্যামেরা ব্যবহার করে তা সম্প্রচার করা যাবে না। পাশাপাশি রমজান মাসের শেষ দশ দিন যারা মসজিদে ইতিকাফ পালন করবে তাদের সবার নাম-পরিচয় ইমাম ও মসজিদ কর্তৃপক্ষকে বাধ্যতামূলক সংরক্ষণ করতে হবে।

এছাড়াও রোজাদারদের ইফতার করানোর জন্য কোন প্রকার দান-সাদাকা সংগ্রহ করা যাবে না, মসজিদের ভেতরে ইফতারের আয়োজন করা যাবে না, তবে মসজিদের বাহিরে ইফতার করা যাবে। বাবা-মায়ের সাথে নিজ সন্তানকে নামাজে নিয়ে আসার ওপরও দেয়া হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

পবিত্র রমাদান মাস মানেই ইবাদতের উৎসাহ-উদ্দীপনা। আর এই উদ্দীপনা পুরো বছর জুড়েই মুসলিমদের মনে দোলা দিয়ে থাকে। এছাড়াও পুরো বছর আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধ পালনের এক গুরুত্বপূর্ন শিক্ষা লাভ হয় এ মাসে। আর এ মাসেই শিশুদের মসজিদে আসা, মসজিদে ইফতার করা ও ইতিকাফের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করছে সৌদি সরকার।

সৌদি সরকার একদিকে ইসলামি বিধিনিষেধ পালনে বাধা সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে পবিত্র ভূমিতে গান-বাজনা, নাটক, সিনেমা ও বিভিন্ন পশ্চিমা অনুষ্ঠান চালু করছে। সৌদি সরকারের এসব কাজকে নিঃসন্দেহে ইসলামি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার নীল-নকশা হিসেবেই দেখছেন হক্কপন্থী আলেমগণ।

**তথ্যসূত্র:**

--------

**1.** Saudi Arabia imposes restrictions on Ramadan practices, limiting loudspeakers and surveiling worshippers - https://tinyurl.com/3crjsyya

---

## ০৯ই মার্চ, ২০২৩

### এক মাসে ভারতীয় বাহিনীর হাতে ৫ কাশ্মীরি খুন

কাশ্মীরে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সেখানকার মুসলিমদের উপর ভারতীয় প্রশাসন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে আগ্রাসন ও নিপীড়ন। এর ধারাবাহিকতায় গত ফেব্রুয়ারি মাসে ৫ জন নিরীহ কাশ্মীরিকে খুন করেছে ভারতীয় বাহিনী।

কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় বাহিনীর কাস্টডিতে থাকা অবস্থায় খুন হয়েছেন দুই কাশ্মীরী যুবক। অপর এক যুবককেও একই কায়দায় একটি চেকপোস্ট থেকে আটক করে নির্যাতন করে খুন করা হয়। বাকি দুজনকে গুলি করে খুন করে ভারতীয় বাহিনী, তথাকথিত অভিযানের সময়।

ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় বাহিনী এমন তথাকথিত অভিযান চালিয়েছে মোট ১৯৩ টি, অর্থাৎ দৈনিক গড়ে প্রায় ৭ টি 'অভিযান'। এসব তথাকথিত অভিযানের নামে কাশ্মীরিদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়। এসব

‘অভিযানে’ একাধিক কাশ্মীরী মুসলিম আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে, আর সন্দেহভাজন 'সন্ত্রাসী' ট্যাগ দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে শতাধিক কাশ্মীরী যুবককে। এছাড়া একটি বাড়ি ও একটি মসজিদও ভাংচুর করেছে ভারতীয় বাহিনী।

নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রকাশ্যেই হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিচ্ছে, মুসলিম সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীদের উপর চালাচ্ছে গুম, খুন, নির্যাতন, ধর্ষণ। বিজেপি সহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরাও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিরাপত্তায় প্রকাশ্যে মুসলিম নিধনের আহ্বান জানাচ্ছে।

যুগ যুগ ধরে এভাবে কাশ্মীরী মুসলিমদের ওপর আগ্রাসন চালানোর পরও কথিত আন্তর্জাতিক মহল ভারতীয় প্রশাসনের এমন কট্টর হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা ও কার্যক্রমের ব্যাপারে কার্যত নীরব ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে, নিপীড়িত কাশ্মিরি মুসলিমরা নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হলে, তাদেরকে জঙ্গি-সন্ত্রাসী তকমা দিচ্ছে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Indian troops martyr five innocent Kashmiris in February - https://tinyurl.com/bddwmwnv

---

## ০৮ই মার্চ, ২০২৩

### যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে চলছে তালিবানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

দীর্ঘ ২০ বছর ধরে আমেরিকার চালানো আগ্রাসন ও বোমা বর্ষণ এবং পশ্চিমাদের তাঁবেদার সরকারগুলোর দুর্নিতি ও অব্যবস্থাপনায় পুরো আফগানিস্তান এক জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে। আগ্রাসী শত্রুকে পরাজিত করে শরিয়াহ শাসন কায়েমের পর থেকেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনে পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে তালিবান সরকার।

এরই ধারাবাহিকতায় লাগমান প্রদেশের আলিনগর জেলায় খাজা খেল লোয়ার খালের পুনঃনির্মাণ এবং পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে বৈশ্বিক দাতা সংস্থা রেড ক্রস।

প্রদেশটির পল্লী পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন বিভাগের প্রধান মৌলভি মুহাম্মাদ জহির জারকামার বখতার নিউজ এজেন্সিকে জানিয়েছেন, খালটি পুনঃনির্মাণ ও পরিষ্কারের কাজে রেড ক্রস ৯ মিলিয়ন আফগানি মুদ্রা সহায়তা করছে। কাজ শেষ হলে এই খালের মাধ্যমে হাজার হাজার একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ জহির আরও জানান, এই প্রকল্পের আওতায় ২৬৮ মিটার রিটেইনিং ওয়াল বা খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে এবং পরিষ্কার করা হবে প্রায় ১২.৫ কিলোমিটার খাল। এক মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হবে বলেও তিনি আশাবাদী।

লাগমান প্রদেশের গভর্নর কারি জয়নুল আবেদীন রেড ক্রস কমিটির কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন, লাগমান প্রদেশের কেন্দ্রীয় জেলা মেহতারলাম এবং অন্য পাঁচটি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রমে সামঞ্জস্য বজায় রাখার দিকে তাঁরা নজর দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যেন সবদিক থেকেই লাগমান প্রদেশ উন্নতি করতে পারে।

অন্যদিকে, আফগানিস্তানের পারওয়ান প্রদেশেও ৭.২ মিলিয়ন অর্থমূল্যের ২৫টি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে আছে গভীর কূপ খনন এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

একইভাবে, জালালাবাদেও রাস্তা ও খাল নির্মাণের কাজ করছে ইসলামি ইমারত প্রশাসন। পূর্বে আমেরিকার দোসর ঘানি প্রশাসনের আমলে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত বাজেট দুর্নীতিবাজদের পকেটেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তালিবানের ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠার পর থেকে শরিয়াহ শাসনের ফলাফল পেতে শুরু করে পুরো আফগানিস্তানের জনগণ।

আশা করা হচ্ছে, ইসলামি ইমারতের অধীনে গৃহীত এসব প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব প্রজেক্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র:

---

1. لغمان، ۹ ملین افغانی کی لاگت سے نہر کی بحالی اور صفائی کا کام شروع - https://tinyurl.com/2xva3wtf
2. پروان میں ۷۰ لاکھ افغانی سے زائد کی لاگت سے ۲۵ ترقیاتی منصوبوں کا آغاز - https://tinyurl.com/34jsfpsp
3. ننگرہار، ۷۰ لاکھ افغانی سے زائد کی لاگت سے ترقیاتی منصوبے کا آغاز - https://tinyurl.com/yckvk4zp

---

## ০৭ই মার্চ, ২০২৩

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || মার্চ ১ম সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/03/07/62600/

## ০৬ই মার্চ, ২০২৩

### দুই মাসে ৬৮ ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে ইসরাইল

ইসরাইলি সেনাবাহিনীর গুলিতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ৩০ জন ফিলিস্তিনি খুন হয়েছেন, যার মধ্যে ৬ জনই শিশু। পশ্চিম তীর ও দখলকৃত জেরুজালেম জুড়ে এসব হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে ইসরাইলি সেনারা। এ নিয়ে চলতি বছর ১৪ শিশসহ ৬৮ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করলো ইসরাইলি বাহিনী।

‘প্যালেস্টানিয়ান ইনফরমেশন সেন্টার’ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ফেব্রুয়ারি মাস ৩০ জন ফিলিস্তিনিকে শহীদ করা হয়েছে। এছাড়াও আহত ও গ্রেফতার হয়েছে শত শত মুসলিম।

এছাড়াও গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইহুদি সেনারা ২ হাজার ৮৯৮টি ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনি মুসলিমের অধিকার লঙ্ঘন করেছে। এর মধ্যে ফিলিস্তিনিদের বাসস্থান ধ্বংসের জন্য ২৫টি অভিযান চালিয়েছে ইহুদি বাহিনী। অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা ২৪টি মসজিদে আক্রমণ করেছে। পাশাপাশি ৩ হাজারেরও বেশি ইহুদি আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে অপ্রবেশ করে তা অপবিত্র করেছে।

এমন বর্বরোচিত আচরণের পরও পশ্চিমারা ও তাদের মদদপুষ্ট মিডিয়া ইসরাইলি ইহুদিবাদীদের বিরুদ্ধে কিছুই বলছে না। অথচ যখন কোনো মুসলিম নিজ অধিকার আদায় ও আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তখনই মিডিয়া ও পশ্চিমারা মুসলিমদের জঙ্গি-সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দেয়। অনেক সাধারণ মানুষও পশ্চিমা বিশ্ব ও মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণার ফাঁদে পড়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ মুসলিমদের সন্ত্রাসী ভেবে ভুল করছেন।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Israel killed 30 Palestinians, including 6 children, in February - https://tinyurl.com/bddwmwnv

## ০৫ই মার্চ, ২০২৩

### মুজাহিদদের ধরতে আমেরিকা অর্থের লোভ দেখায় কেন?

পূর্ব আফ্রিকায় আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের প্রধান মুখপাত্রকে ধরতে মরিয়া হয়ে উঠেছে আমেরিকা। সেই লক্ষ্যে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে তারা।

সোমালিয়ায় ইসলামের জাগরণ থামিয়ে দিতে গত বছর থেকে অপতৎপরতা বাড়িয়েছে আমেরিকা। মুজাহিদ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বিমান হামলাও বাড়িয়েছে তারা।

আমেরিকা ভাল করেই জানে, সোমালিয়ার সাধারণ জনগণ মুজাহিদদের ভালোবাসে। সোমালি জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন না থাকলে কখনই শাবাব মুজাহিদগণ এত শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাতে পারতেন না। আর তাই সামরিকভাবে শাবাব মুজাহিদদের দমন করতে না পেরে এখন সোমালি জনগণকে অর্থের প্রলোভন দেখাতে শুরু করেছে।

সোমালি জনগণ যদি আমেরিকার পাশে না দাঁড়ায়, তাহলে পরিণতি কী হবে তা খুব ভালো করেই জানে আফগানিস্তান ও ভিয়েতনাম থেকে পালাতে বাধ্য হওয়া আমেরিকা। এ কারণে মুজাহিদ বাহিনী ও জনগণের মাঝে ফাটল ধরাতে এত এত বিশাল অঙ্কের লোভনীয় অফার দেয় আমেরিকা।

এছাড়াও, খরচের কথা বিবেচনা করলেও দেখা যায়, একজন নেতৃস্থানীয় মুজাহিদকে ধরতে আমেরিকান সামরিক বাহিনী ও সোমালি সামরিক বাহিনীর পেছনে যে পরিমান খরচ করতে হয়, মুজাহিদ প্রতি ৫ বা ১০ মিলিয়ন ডলার সে তুলনায় কিছুই নয়। এক ঢিলে দুই পাখি মারার প্ল্যান – খরচও কম হলো, মুজাহিদ বাহিনী ও জনগণের মধ্যেও ফাটল তৈরি করা গেল।

বিশাল অঙ্কের লোভনীয় সব টোপ দেখিয়ে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত শাবাবের ৮ জন কর্মকর্তার তথ্য চেয়েছে আমেরিকা। সর্বশেষ এই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন আশ-শাবাব প্রশাসনের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র শাইখ আলী মুহাম্মদ রাজী (হাফিযাহুল্লাহ)।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের 'জাস্টিস ফর জাস্টিস' প্রোগ্রামের দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যারা আলি মোহাম্মদ রাজী (আলি ধেরে), এবং তাঁর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে, তাদেরকে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।

https://twitter.com/RFJ_USA/status/1630568541886840836?t=q5PMLzVFoqApAM0x1JjqFw&s=19

স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়, শাইখ আলি মুহাম্মদ রাজী ২০০৯ সাল থেকে আশ-শাবাবের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করছেন। একই সাথে তিনি প্রতিরোধ বাহিনীর শুরা কাউন্সিলের একজন সদস্য। ১৯৬৬ সালে মোগাদিশুতে জন্মগ্রহণ করা এই বীর মুজাহিদের নেতৃত্বে কেনিয়া এবং সোমালিয়ায় অনেক সফল অপারেশন পরিচালিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে 'বিশেষভাবে মনোনীত গ্লোবাল টেররিস্ট' তালিকায় তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর ২০২২ সালে জাতিসংঘও তাঁকে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

উল্লেখ্য যে, সোমালি জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ও মুজাহিদদের জজবা নিভিয়ে দেয়ার জন্য পশ্চিমা সমর্থিত মোগাদিশু প্রশাসন এবং পশ্চিমা মিডিয়া কিছুদিন আগে দাবি করেছিল যে, ২০২২ সালের শেষের দিকে হিরান যুদ্ধে আশ-শাবাবের মুখপাত্র আলী ধেরে শহিদ হয়েছেন। এর পরপরই হিরানে একটি বড় ধরনের সামরিক অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। তখন পশ্চিমা গোষ্ঠী ও তাদের তাঁবেদার প্রশাসনের দাবিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে একটি অডিও বার্তা প্রকাশ করেন তিনি।

এভাবেই ইসলামের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে পশ্চিমা বিশ্ব ও তার তাঁবেদার সরকারগুলো বিভিন্ন সময় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালায়, কখনও নিরীহ মানুষের উপর বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ করে, কখনও আবার সাধারণ জনগণকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার জন্য বিশাল অঙ্কের প্রলোভন দেখায়।

---

## মালিয়ান সেনাবাহিনীর কনভয়ে আল-কায়েদার এম্বুশ: ২ সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকায় নিজেদের সামরিক অপারেশন জোরদারের ধারাবাহিকতায় গত ০২ মার্চ তারিখের এক অপারেশনে ২ মালিয়ান সেনাকে হত্যা করেছেন আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখার ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

স্থানীয় সূত্রমতে, মালির কৌলিকোরো অঞ্চলে মালিয়ান সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে অতর্কিত এই অভিযানটি পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের (জেএনআইএম) মুজাহিদগণ। এই হামলায় ২ মালিয়ান সেনা নিহত হওয়ার পাশাপাশি বাকি সৈন্যরা আহত হয়ে পালিয়ে গেছে।

মুজাহিদ বাহিনীর অফিসিয়াল মিডিয়া সূত্র জানিয়েছে, নারা এবং মারগা এলাকার সংযোগকারী সড়কে পরিচালিত এই অভিযানে মুজাহিদগণ শত্রুবাহিনীর ৪টি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে ঘটনাস্থল থেকে ৬টি ক্লাশিনকোভ, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত পাওয়া গেছে আলহামদুলিল্লাহ।

**এই অভিযানের কিছু শ্বাসরুদ্ধকর ছবি:**

https://alfirdaws.org/2023/03/05/62584/

---

## ০৩রা মার্চ, ২০২৩

### কথিত ‘সন্ত্রাসবাদের’ অভিযোগে দুইজন মুসলিমকে ১০ বছরের কারাদণ্ড

ভারতের আহমেদাবাদের একটি বিশেষ এনআইএ আদালত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুইজন মুসলিমকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। ভুক্তভোগী মুসলিমরা হলেন নাঈম রামোদিয়া এবং ওয়াসিম রামোদিয়া। তাদেরকে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, বিস্ফোরক পদার্থ আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের বিধানের অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অনুসারে, ২০১৭ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে দুভাই বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে এবং বর্তমানে রাজকোট কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী আছেন।

ভাইদের UAPA এর ৩৯ এবং ১৮ ধারার অধীনে ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং UAPA এর ১৩ এবং ২০ ধারার সাথে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ এবং ৫ ধারার অধীনে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে আহমেদাবাদের এটিএস পুলিশ স্টেশনে ইসলামিক স্টেটের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একটি এফআইআর করার পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও মিথ্যে মামলায় বছরের পর বছর কারাগারে থাকতে হয়। পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মগুরু এবং নেতারা প্রকাশ্যে মুসলিদের উপর গণহত্যা চালানোর উসকানি দিচ্ছে, মুসলিমদের উপর দিনে দুপুরে হামলা করছে, হতাহত করছে, সেগুলোর ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দিচ্ছে, তবুও তাদের নামে মামলা হয়না, কোন বিচার হয় না। তাদেরকে কারাগারেও রাখা হয় না। আর এগুলো সবই সেক্যুলার আইনের দ্বিচারিতা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

**1.** NIA court convicts 2 Muslim brothers accused of ISIS links to 10 years' imprisonment - https://tinyurl.com/2fn523s5

---

### "শিবাজী,আফজাল খান এক হতে পারে না" মন্তব্য করে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান

ভারতের গোশামহলের বিধায়ক রাজা সিং হিন্দু জনক্রোশ মোর্চা কর্তৃক আয়োজিত মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে একটি সমাবেশে আবারও হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কটের আহ্বান জানিয়েছে।।

রাজা সিং মুসলিমদের 'ল্যান্ড্যা' অপমানসূচক গালি দিয়ে বলেছে, মুসলিমরা "আমাদের বোন এবং কন্যাদের ফাঁদে ফেলে" এবং যখন মহিলারা বাচ্চা উৎপাদনের মেশিন হতে না চায়, তখন তাদের হত্যা করা হয়। "আমরা মরতে বা তাদের হত্যা করতে ভয় পাই না।"

সে হিন্দু জনতাকে সম্বোধন করে কাগজের একটি শীট দেখিয়ে বলেছিল যে, এক টুকরো কাগজ তাকে কিছুতেই চুপ করাতে পারবে না। বিশাল জনতার উদ্দেশে সিং আরো বলেছে, "যারা ভারত মাতার গুণগান গায় না, বা বন্দে মাতরম গায় না, বা ছত্রপতি শিবাজীর বার্ষিকী উদযাপন করে না, ... এমনকি যারা আমাদের প্রিয় সম্ভাজিকে হত্যা করেছে, আমরা এমন গাদ্দারদের (বিশ্বাসঘাতকদের) কাছ থেকে এক টাকারও কিছু কিনব না।"

সে হিন্দু জনতাকে প্রশ্ন করে,"শিবাজী এবং আফজাল খান (আদিল শাহী রাজবংশের জেনারেল) কি এক হতে পারে? মহা রানা প্রতাপ ও আকবর কি এক হতে পারে? যারা আমাদের মা গরুর পূজা করে এবং যারা তাকে হত্যা করে তারা কি এক হতে পারে? "আমরা বন্দে মাতরম গাই এবং তারা এর বিরোধিতা করে। আমরা কি সত্যিই ভাই হতে পারি?" তখন জনতা জবাব দেয় "নেহি" (না)।

রাজা সিং ঔরঙ্গাবাদ শহরের নাম পরিবর্তন করে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর এবং ওসমানাবাদ শহরকে ধারাশিব করার ঘোষণার কথাও বলে। "এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। শীঘ্রই অনেক নাম পরিবর্তন করা হবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আহমেদনগরের নামও বদলানো হবে। হায়দ্রাবাদ সহ এই 'ল্যান্ড্যাদের' নামে নামকরণ করা সমস্ত জায়গার নাম পরিবর্তন করা হবে।

মুসলিমদের সাথে লড়াই করতে হিন্দুদের উৎসাহ দিয়ে সে বলেছে, "আপনি যখনই মারা যান না কেন, লাভ-জিহাদিদের সাথে লড়াই করুন, আমাদের মা গরুকে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত রক্ষা করুন, যাতে আপনার ত্যাগ বৃথা না যায়। আমরা আমাদের শত্রু বা পুলিশের সামনে মাথা নত করবো না। আমাদের এমন লোক দরকার যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে, যারা চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকে না। আমরা যেন 'লাভ জিহাদ' থেকে মুক্ত হতে পারি। মা গরুর রক্তের এক ফোঁটাও যেন ভারতের মাটি স্পর্শ না করে।

রাজা সিং আরও যোগ করেছে, "আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে লাভ-জিহাদের বিরুদ্ধে আইন আছে। যদি গো-ভক্ষক বা লাভ-জিহাদের বিরুদ্ধে কোনও আইন না করা হয়, তবে ভারতের প্রতিটি হিন্দু তাদের হাত কেটে ফেলবে যারা গরু জবাই করবে বা লাভ-জিহাদ করবে।

আগে একবার শিবাজি জয়ন্তীর সমাবেশে রাজা সিং বলেছিল, ভারতে কোন 'লাভ জিহাদি' বেঁচে থাকবে না।

রাজা সিং আরো মন্তব্য করেছিল,'যে রাম নাম নেবে না, তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে'। এই উগ্র রাজা সিং রাসূলুল্লাহ মোহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়েও কটুক্তিকর মন্তব্য করেছিল।

**তথ্যসূত্র:**

-------

**1.** Can Shivaji, Afzal Khan be one? We can't be brothers: Raja Singh at Solapur - https://tinyurl.com/bdneybyp

**2.** Hindutva speech during Ram Navami rally - https://tinyurl.com/mry6x3wd

**3.** BJP MLA arrested in Hyderabad for comments on Prophet – https://tinyurl.com/mrybc2ux

**4.** No 'love jihadi' shall remain alive: Raja Singh at Shivaji Jayanti rally - https://tinyurl.com/yckkphwv

---

## আল-কায়েদা মুজাহিদিনের দুর্দান্ত হামলায় অন্তত ১২ মালিয়ান সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে সামরিক উপস্থিতি ও তৎপরতা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা। সাম্প্রতিক এই সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ মুজাহিদিনের হামলায় পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটির এক ডজনেরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) যোদ্ধারা মালির সাইকো প্রদেশে একটি অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন। হামলাটি মার্কালা এলাকায় মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি অস্থায়ী সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। এতে মালিয়ান সামরিক বাহিনীর অন্তত ২ সৈন্য নিহত হয় এবং আরও কিছু সেনা আহত হয়ে নিজেদের জীবন বাঁচাতে ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

অভিযান চলাকালে মুজাহিদগণ সেনাবাহিনীর ২টি গাড়ি ধ্বংস করে দেন এবং সবশেষে পুরো সামরিক ঘাঁটিটি ধ্বংস করেন। অপরদিকে অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ৩টি ভারী অস্ত্র এবং ২টি মাঝারি অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এর আগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন একই রাজ্যের কিস্মারানা এলাকায় আরও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন। ঐ হামলাটিও মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে চালানো হয়।

সূত্রমতে, মুজাহিদগণ ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা শুরু করলে সেনারা পালানোর চেষ্টা করে। আর এই পলানোর সময়ই মুজাহিদদের হামলায় বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়। সেই সাথে ১টি গাড়ি ও ১টি মোটরসাইকেল ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

সেনাদের ঘাঁটি ছেড়ে পালানোর পর, মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ২টি গাড়ি, ৪টি ভারী অস্ত্র, ৬টি মাঝারি অস্ত্র সহ অসংখ্য গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

এরও আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ভোরে 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন মোপ্তি রাজ্যে পৃথক ২টি হামলা চালান। প্রথম হামলাটি চালানো হয় রাজ্যের নারা এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে। বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে চালানো হামলাটিতে মালিয়ান সামরিক বাহিনীর অন্তত ২ সৈন্য নিহত এবং আরও ৭ এর বেশি সৈন্য আহত হয়।

মুজাহিদগণ এদিন তাদের দ্বিতীয় হামলাটি চালান একই রাজ্যের কোয়া এলাকায়। হামলাটি ইসলাম বিরোধী শক্তি রুশ ভাড়াটে ওয়াগনার বাহিনীকে টার্গেট করে চালানো হয়। ওয়াগনার সেনারা যখন উক্ত এলাকার একটি পানির লাইন নষ্ট করার চেষ্টা করছিল, তখনই মুজাহিদগণ ওয়াগনার বাহিনীর মুখোমুখি হলে উভয় বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ওয়াগনার বাহিনী মুজাহিদদের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং অনেক ভাড়াটে সেনা হতাহত হয়। তাদেরকে পরবর্তীতে উক্ত এলাকায় বিমান হামলার সহায়তায় সরিয়ে নেয় দখলদাররা।

একই দিনে 'জেএনআইএম' মুজাহিদগণ তাদের আরও একটি সফল সামরিক অপারেশন পরিচালনা করেন রাজ্যটির বুজগিরি এলাকায়। হামলাটি মালিয়ান সামরিক বাহিনীরর একটি দলটিকে টার্গেট করে চালানো হয়, যারা উক্ত এলাকার কয়েকজন রাখালকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের অতর্কিত এই হামলায় সামরিক বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হয়। যাদের মধ্যে এক সেনার মৃতদেহ ঘটনাস্থলে রেখেই বাকি সৈন্যরা পালিয়ে যায়। এসময় সেনাবাহিনীর একটি গাড়িও ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ বন্দীদের মুক্ত করেন এবং ঘটনাস্থল থেকে ৪টি অস্ত্র জব্দ করেন।

মুজাহিদদের পৃথক অপারেশন থেকে প্রাপ্ত কিছু গনিমত -

https://alfirdaws.org/2023/03/03/62576/

## ০২রা মার্চ, ২০২৩

### কাশ্মীরে দুই মুসলিম যুবককে খুন করলো দখলদার ভারতীয় সৈন্যরা

অবৈধভাবে দখলকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় দখলদার সেনাদের গুলিতে দুই মুসলিম যুবক খুন হয়েছেন। গত মঙ্গলবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) পুলওয়ামা জেলায় এই খুনের ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, দখলদার ভারতীয় সেনা ও পুলিশের যৌথভাবে এলাকাটিতে অভিযান চালায়। এ সময় হিন্দুত্ববাদী সেনারা সন্ত্রাসী ইসরাইলি কায়দায় কাশ্মীরিদের ওপর তল্লাশি শুরু করে। আকিব আহমদ ও আজাজ আহমদ নামে ২ জন মুসলিম যুবককে সেখানেই গুলি করে খুন করে তারা।

এভাবে দিনের পর দিন মুসলিম ভূমি কাশ্মীরে আগ্রাসী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। এখানেই শেষ নয়, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা কাশ্মীরে মুসলিমদের খুন করে উল্টো মুসলিমদেরকেই সন্ত্রাসী হিসেবে তকমা দিচ্ছে।

অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মিডিয়া ও হলুদ মিডিয়াও কাশ্মীরিদের সন্ত্রাসী প্রমাণে ব্যতিব্যস্ত। অথচ হিন্দুত্ববাদী ভারত যে অবৈধভাবে অঞ্চলটির স্বায়ত্তশাসন বিলুপ্ত করে নিয়মিত মুসলিমদের গুম, খুন ও নারীদের ধর্ষণ করছে, এ বিষয়টি বেমালুম চেপে যাচ্ছে দালাল মিডিয়া।

এমন নির্লজ্জ মিডিয়া সন্ত্রাসের ফলে সাধারণ মানুষ মাজলুম মুসলিমদেরকেই সন্ত্রাসী ভেবে ভুল করছে। ফলশ্রুতিতে কাশ্মীরি মুসলিমদের রক্ত আর মুসলিম নারীদের বেইজ্জতি দিন দিন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় মুসলিম জাতির উচিত হলুদ মিডিয়াকে বয়কট করে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন মোকাবেলায় কাশ্মীরি মুজাহিদদের সমর্থন করা, পাশাপাশি নিজেরাও হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেবার।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Indian troops martyr Kashmiri youth in Pulwama - https://tinyurl.com/2j5a3sp5

---

### মুম্বাইয়ের সমাবেশে মুসলিমদের গণহত্যা ও অর্থনৈতিক বয়কটের আহ্বান

ভারতের মুম্বাইয়ের একটি সমাবেশ থেকে মুসলিম গণহত্যা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি অর্থনৈতিক বয়কটের আহ্বান জানিয়েছে হিন্দু নেতাকর্মীরা। গত ২৬ জানুয়ারী রবিবারে মুম্বাইয়ের ভাশিতে হিন্দু জন আক্রোশ মোর্চা সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি গত মাসে মুম্বাইতে সাকাল হিন্দু সমাজ কর্তৃক আয়োজিত এই ধরণের তৃতীয়

হিন্দুত্ব সমাবেশ। সাকাল হিন্দু সমাজ হল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলসহ অনেক হিন্দুত্ববাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীর সম্মিলিত সংগঠন।

এই সমাবেশগুলোর ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল 'কোনও ঘৃণাত্মক বক্তব্য' না দেওয়ার শর্তে অনুমতি দেওয়া হবে। কিন্তু একের পর ঘৃণাত্মক বক্তব্য দেওয়া হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি আইন প্রশাসন।

সাকাল হিন্দু সমাজ দাবি করেছে যে তারা 'লাভ জিহাদ' এবং 'ল্যান্ড জিহাদ'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। অথচ, 'লাভ জিহাদ' এবং 'ল্যান্ড জিহাদ' বলতে কিছু নেই। ভারত জুড়ে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হিন্দুত্ববাদী দলগুলো অবান্তর বিষয়গুলোকে জিহাদ হিসেবে প্রোপাগান্ডা চালায়। উল্টো ভারতের নানান জায়গা থেকে এখন উগ্র হিন্দু কর্তৃক মুসলিম নারীদের অপহরণ ও জোরপূর্বক বিয়ের খবর আসছে অহরহ। জোর করে বিয়ে করার পর তাদেরকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করতে জোরজবরদস্তি ও অত্যাচার করা হচ্ছে।

মুম্বাইয়ের সমাবেশ থেকে উগ্র হিন্দুরা গেরুয়া পোষাক পড়ে বাশির ব্লু ডায়মন্ড চক থেকে শিবাজি চক পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার পথ মিছিল করে। সে মিছিলে গণেশ নায়েক বিধায়কসহ অনেক বিজেপি নেতা উপস্থিত ছিল।

ভাশিতে বসবাসকারী একজন ছাত্র মাকতুব মিডিয়াকে জানিয়েছে সমাবেশটিতে হিন্দুরা মুসলিম গণহত্যার স্লোগান দেয়- "সমস্ত মুসলমানদের হত্যা করুন, ভারতকে একটি ভাল জায়গায় পরিণত করুন।" তিন আরও বলেন, "আমার অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দা থেকে, আমি একটি দুঃখজনক দৃশ্য দেখেছি- হাজার হাজার হিন্দু পুরুষ, মহিলা এবং এমনকি শিশুরা মুসলিম গণহত্যার স্লোগান দিচ্ছে। উপস্থিত প্রত্যেকের মুখ ঘৃণাতে ভরা ছিল। এবং এটি দেখা আমার জন্য সত্যিই একটি যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল।"

কাজল শ্রিংলা ওরফে ‘কাজল হিন্দুস্থানী’, একজন গুজরাটি হিন্দুত্ববাদী নেতা। সে তার বক্তৃতায় বলেছে, “এখানে (ভারতে) ল্যান্ড জিহাদ এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, আজকে অন্তত ২৫ জন বাংলাদেশী মুসলমান এক ঘরে বাস করে। তারা আমাদের সবজির বাজার দখল করেছে। আমি চাই আপনারাও আমার পরে আওয়াজ তুলবেন- আমরা, মহারাষ্ট্রের মানুষ, অর্থনৈতিকভাবে তাদের (মুসলিমদের) বয়কট করব।"

সাংবাদিক রানা আইয়ুব সমাবেশের কাছে ছিলেন, তিনি টুইটারে সমাবেশের একটি ছবি শেয়ার করেছেন। ছবিতে দেখা যায় হিন্দুরা মুসলিম বিরোধী পোস্টার প্ল্যাকার্ড দেখাচ্ছে। যেখানে লেখা ‘আব্দুল, আসলাম কি কেয়া পেছন, লাডকি বাকরি এক সামান’।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. At Navi Mumbai rally, calls issued for Muslim genocide, economic boycott - https://tinyurl.com/ytweut76

## আইএস খোরাসান শাখার সামরিক ও ইন্টালিজেন্স প্রধান নিহত

সম্প্রতি এক অভিযানে খারেজীগোষ্ঠী আইএসের খোরাসান শাখার ইন্টালিজেন্স ও সামরিক প্রধানকে হত্যা করেছেন ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের মুজাহিদগণ। গত (২৭শে ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ইসলামি ইমারতের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফি.)। তিনি বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্যে গত রাতে কাবুলের পিডি ১৭, খাইর খানা, শাহরাকে জাকিরীনের ১নং রাস্তায় একটি অভিযানে দুই দায়েশ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে একজন হলো দায়েশ খোরাসান শাখার একজন মূল সদস্য কারী ফাতেহ। এই ব্যক্তি এর আগে আইএসের খোরাসান শাখার আমির আল-হারব (সামরিক প্রধান), কোনার প্রদেশের প্রধান এবং পূর্বাঞ্চলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমানে সে আইএসের খোরাসান শাখার ইন্টালিজেন্স এবং অপারেশন শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিল। সম্প্রতি কাবুলে পরিচালিত হামলাগুলো এবং কূটনীতিক কার্যালয়, মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে হামলার সরাসরি মাস্টারমাইন্ড ছিল সে।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আল্লাহর প্রশংসা করে বলেন, এই অপরাধীর বর্বর কর্মকাণ্ডের জন্য তার প্রতি ন্যায়বিচার করেছেন ইসলামি ইমারতের স্পেশাল বাহিনী। গত রাতে এক জটিল অপারেশনের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য যে, হিজরি ১৪৪৪ সনের রজব মাসের ২২ তারিখে ইসলামি ইমারতের স্পেশাল বাহিনীর পরিচালিত আরেকটি অপারেশনে আরও ৩ দায়েশ সদস্য নিহত হয়েছিল। এদের মধ্যে একজন ছিল দায়েশের ভারতীয় উপমহাদেশের নেতা ইজাজ আমিন আহিনগার।

বিবৃতিতে জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আরও জানান, একদল দেশি-বিদেশি দায়েশ সদস্য মারাত্মক হামলার পরিকল্পনা করছিল। সম্প্রতি তাদেরকেও গ্রেফতার করেছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ।

এভাবে আফগানিস্তানের নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দায়েশ ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর অনুগ্রহে নিয়মিত সফল অভিযান পরিচালনা করছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ। ফলাফল হিসেবে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ ও শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে।

**তথ্যসূত্র:**

-------

1. Intelligence and Military Chief of Khawarij corruptors killed. - https://tinyurl.com/bdebsf45

## ০১লা মার্চ, ২০২৩

### ড্রাগ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে শাবাবের নতুন অভিযানে নিহত ২, ২টি গুদাম ধ্বংস

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসন সম্প্রতি সোমালিয়ার রাজধানীতে একটি নতুন অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ঘোষিত নতুন অভিযানের লক্ষ্য রাজধানী মোগাদিশুতে শৃঙ্খলা ফেরাতে ড্রাগ মাফিয়া ও অপরাধী চক্রকে নির্মূল করা। এই ঘোষণার পর মুজাহিদগণ সন্ত্রাস ও মাদকব্যবসায় জড়িত ২ ড্রাগ মাফিয়াকে হত্যা করেছেন এবং তাদের বড় ২টি মাদকের গুদাম ধ্বংস করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর পশ্চিমে লাফুলে এলাকায় পরপর কয়েকটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই বিস্ফোরণগুলির মাধ্যমে শহরের বড় একটি মাদকের গুদাম ধ্বংস করে দিয়েছেন মুজাহিদগণ, যেখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যালকোহল, তামাক ও হাশিশের মতো মদক দ্রব্য মজুদ ছিলো।

আশ-শাবাব প্রশাসন জানিয়েছে, অপরাধী ব্যক্তিকে মুজাহিদগণ ট্র্যাক করছেন, যাকে চিফ ইউসুফ আদ্দো বলে ডাকা হয়। তবে তার সাথের কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ীকে মুজাহিদগণ বন্দী করতেও সক্ষম হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ্।

সূত্রটি আরও যোগ করেছে যে, ড্রাগ মাফিয়াদের তাড়াতে এটি ছিলো আশ-শাবাব প্রশাসনের দ্বিতীয় অভিযান। এর আগে মুজাহিদগণ মাদক ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম অভিযানটি চালিয়েছেন গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর তাবিলা এলাকায়।

অভিযানটি চালানো হয়েছে রাজধানীর প্রধান মাদক ব্যবসায়ী "আব্দুল কাদির আরব" ও তার চোরাকারবারি ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ইব্রাহিমকে ধরতে। আব্দুল কাদির রাজধানীতে তামাক এবং হাশিশের সবচাইতে বড় ব্যবসায়ী ছিলো, মদক দ্রব্যে ভর্তি ছিলো যার গুদাম। মুজাহিদগণ এই মাদক ব্যবসায়ীর সন্ধান পেয়ে তাকে তাড়া শুরু করলে সে পালানোর ও প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু তার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মুজাহিদদের হামলায় সে ও তার সঙ্গী ইব্রাহিম নিহত হয়। তাকে হত্যার পর মুজাহিদগণ তার মদকের মজুদভর্তি গুদামটিও বোমা মেরে উড়িয়ে দেন।

রাজধানীতে পরপর মাদকের বড় ২টি গুদাম ধ্বংস এবং এর সাথে সংশ্লিষ্টদের হত্যা ও বন্দী করায় শাবাবকে সুস্বাগতম জানিয়েছেন মোগাদিশুর বাসিন্দারা। কিছুদিন আগেও রাজধানীবাসী এসব মাদক ব্যবসায়ীদের কারণে নিরাপত্তাহীনতা ও দুশ্চিন্তায় দিনাতিপাত করতেন। জনগণের আবেদন ও অনুরোধের পর হারাকাতুশ শাবাব

মুজাহিদগণ রাজধানীতে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ফেরাতে চোরাকারবারি, ড্রাগ মাফিয়া, মাদক ব্যবসায়ী ও তাদের নেটওয়ার্ক, পতিতাবৃত্তি, ডাকতি, চুরি এবং দস্যুদের বিরুদ্ধে তাদের নতুন অভিযান শুরু করেছেন।

---

## ফটো রিপোর্ট || ঔপনিবেশিক ইহুদি হামলায় ধ্বংসস্তুপ ফিলিস্তিন

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর ও নৃশংস এক গণহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে ঔপনিবেশিক ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা। এটি এমনই এক নৃশংস ও বর্বরোচিত গণহত্যাচেষ্টা ছিলো, যা প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকে আতংকিত করে তুলেছে।

ইহুদি সেনাদের সহযোগিতা ও উপস্থিতিতে অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা পরিচালিত লোমহর্ষক এই হামলাটি চালানো হয়েছে পশ্চিম তীরের হওয়ারা বসতিতে। মুসলিমদের বাড়িঘর, কর্মস্থল, আস্তবল ও পার্কিং-এ থাকা গাড়িগুলো লক্ষ্য করে চালানো হয় নৃশংস এই হামলা। বর্বর ইহুদিদের নৃশংস হামলাগুলোর ভয়াবহতা এতটাই বেশি ছিলো যে, এতে হাতাহত হয়েছেন চার শতাধিক মুসলিম, ধ্বংস হয়েছে হাজারের বেশি বিভিন্ন স্থাপনা ও গাড়ি।

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর বর্বর ইহুদিদের হামলার কিছু হৃদয়-বিদারক দৃশ্য…

https://alfirdaws.org/2023/03/01/62547/